চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ১৮ মাঘ – ২৪ মাঘ, ১৪৩১ ঃ ১ফেব্রুয়ারি – ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 14, 1 February - 7 February, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে প্রসূতি চিকিৎসায়

গাফিলতির দায়ে সাসপেন্ড হওয়া ২ চিকিৎসক দিলীপ কুমার পাল ও হিমাদ্রি নায়েককে ভবানীভবনে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিআইডি। অভিযোগ, তাঁরা ডিউটিতে থাকলেও ওটিতে যাননি।

রবিবার : বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে পাচারের জাল কতটা গেঁড়ে

বসেছে তা প্রমাণ করে দিল নদিয়ার মাজদিয়া সীমান্তে মাটির তলায় বানানো একাধিক কুঠুরি। এখান থেকে উদ্ধার হয়েছে পাচারের জন্য মজুত করা ৬২ হাজার কাশির সিরাপ।

সোমবার : উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে মৃত স্বান্তনা রায়ের পরিবার

ভিডিওগ্রাফি দাবি করলে আটকে যায় ময়না তদন্ত। জাল স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ জানানো হয় থানায়। চলে দীর্ঘ টালবাহানা। শেষে বিকালের দিকে ভিডিওগ্রাফি সহ করা হয় ময়না তদন্ত।

মঙ্গলবার : ১৪টি সংশোধনী গ্রহণ করে যৌথ সাংসদীয় কমিটিতে

পাশ হয়ে গেল ওয়াকফ বিল। তবে বিরোধীদের কোন সংশোধনী গৃহীত হয়নি। এবার কমিটির সুপারিশ জমা দেওয়া হবে স্পিকারের কাছে। বিরোধীরা অবশ্য একে স্বেচ্ছাচারী বলে আখ্যা দিয়েছে।

বুধবার : সরকারি হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ

শেষ হলেও ধৃত সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ট্রায়াল শুরু করা যাচ্ছিল না রাজ্য সরকার অনুমতি না পাওয়ায়। আদালত বার বার বলার পর অবশেষে সেই অনুমতি দিল রাজ্য।

বৃহস্পতিবার : প্রয়াগরাজ ত্রিবেণীতে মৌনী অমাবস্যায় কুম্ভ স্নান

প্রচারে ভর করে কতটা উন্মাদনায় পরিণত হয় তার প্রমাণ দিল পদপিষ্ঠ হয়ে মৃত ৩০ জন পুন্যার্থীর প্রাণ। ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নানের আকুতি ভেঙে দেয় ব্যারিকেড, গড়ে তোলে চরম বিশৃঙ্খলতা।

শুক্রবার : আরজি কর মামলায় সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনে

অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু ৩ দিন পেরিয়ে গেলেও তা আদালতকে না জানানোর জন্য সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারকে শোকজ করেন আলিপুর বিশেষ আদালতের বিচারক।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বারাসত মেডিকেলে অবৈধ সুদ চক্র!

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত মেডিকেল চলছে এক আত্মঘাতী সুদ চক্র। ৫–৬ জনের একটি সুদ কারবারি চক্র। এই মুহূর্তে নিম্নস্তরের কর্মী থেকে বি–গ্রুপের কর্মীদের পর্যন্ত ঋণের টোপে জড়িয়ে ফেলছে। বর্তমানে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা এই চক্রের কারবারিরা হাসপাতালে খাটাচ্ছে। কারও কাছ থেকে ১০ শতাংশ, কারও কাছ থেকে ১৫ শতাংশ সুদে টাকা ধার দিচ্ছে। এই সুদ সমেত টাকা পরিশোধ না করতে পারলেই চলে খুনের হুমকি সহ অকথ্য গালিগালাজ। এরকমই এক হাসপাতাল কর্মী নিশীথ মণ্ডল বলেন, 'এর অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না। একদিন হাসপাতালের মধ্যেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করব, ১০ টাকা নিলে ৬ মাস পরে চক্রীরা দাবি করে ১৫০ টাকার, এই টাকা পয়সা লেনদেনের কোনও লিখিত কপি নেই কারও কাছে।' এই চক্রীরা এখানেই থেমে না থেকে চিকিৎসা করা আসা রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে রোগী ভর্তির নাম করে টাকা পয়সা সহ ওষুধ কেনার টাকা পয়সাও ধার দিচ্ছে। ফেরৎ দিতে না পারলে সোনা গয়না সহ ১৫ শতাংশ সুদ দাবি করছে বলে অভিযোগ করেন জনৈক রোগী নার্গিস পারভিনের বাড়ির লোক নজরুল ইসলাম।

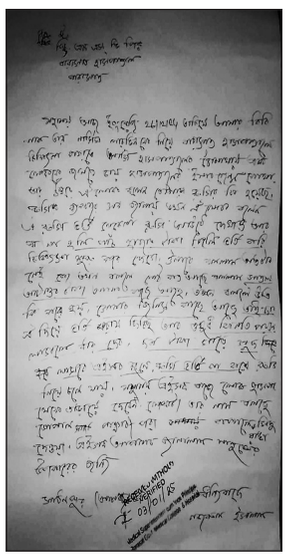

এপ্রসঙ্গে বারাসত মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডা. অভিজিৎ সাহা বলেন, 'এবিষয়টা তো আমাদের মেডিকেল কলেজের আওতাধীন নয় কারণ কোনও বাইরের অচেনা লোকের খপ্পরে যদি কেউ পড়েন, তবে সেই অভিযোগ পেলে আমি নিশ্চয় বিষয়টা দেখব। আর আমাদের কর্মীদেরও সচেতন করব এই চক্র থেকে দূরে থাকার।'

হাসপাতাল থেকেও নেই
গোবরডাঙ্গা ছাড়ছেন আতঙ্কিত ষাটোর্দ্ধরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙ্গা পুর এলাকা সহ ইছাপুর, বেলেনি, মছলন্দপুর, স্বরূপনগর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো মিলে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষের বাস। এহেন জায়গায় প্রায় সাত দশক আগে গড়ে ওঠা একটি হাসপাতাল শুধুমাত্র সরকারি অবহেলায় যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনই চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সব পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও গোবরডাঙ্গা হাসপাতালটি চালু না হওয়ায় ব্যাপক দুর্ভোগে পড়তে হয় রোগীদের। এমনকী দূরবর্তী হাবরা, বনগাঁ, বারাসাত এসব হাসপাতালে মুমূর্ষ রোগীদের নিয়ে যেতে গেলে কখনো কখনো পথেই মৃত্যু হয় তাদের। এজন্য

আতঙ্কিত ষাটোর্দ্ধরা গোবরডাঙ্গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন অন্যত্র।

এ প্রসঙ্গে গোবরডাঙ্গা পুর উন্নয়ন পরিষদের সহ সভাপতি তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, '১৯৪৩ সালে গোবরডাঙ্গা টাউন হলে সূচনা হয় এই হাসপাতালের। তখন এর নাম ছিল, ফেমিনিন ইমার্জেন্সী রিলিফ হাসপাতাল।

এরপর পাঁচের পাতায়

ক্যানিংয়ের পর অস্ত্র উদ্ধার মগরাহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত মগরাহাট থানায় গোপন সূত্র মারফত খবর আসে এক ব্যক্তির কাছে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। সেই সূত্র মারফত ডায়মন্ড হারবার অ্যাডিশনাল এসপি মিতুন কুমার দের নির্দেশে ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও শাকিব আহমেদ মগরাহাট সিআই ও মগরাহাট থানার আইসি নেতৃত্বে একটি স্পেশাল টিম গঠন করা হয়। যাদের নেতৃত্বে একটি দল মগরাহাটের রঙ্গনবেড়িয়া গ্রামে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। এবং বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫টি ওয়ান শাটার দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি পাইপ গান সহ ৪১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে।। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আব্দুল্লাহ লস্কর ওরফে বাবলু মগরাহাট থানার কালাপাহাড় এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের নজরে ছিল অভিযুক্ত এই ব্যক্তি আগেও অস্ত্র আইনে তাকে গ্রেফতার করে আলিপুর আদালতে ৬ বছর জেলবন্দি ছিল অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে এও জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি এই আগ্নেয়হস্ত্র কেনাবেচার সাথে যুক্ত। তবে এত পরিমান আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে সে কিনেছিল কার জন্যই বা সে কিনেছিল এর সাথে আরও কারা কারা জড়িত রয়েছে এই গোটা বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে মগরাহাট থানার পুলিশ।

ম্যানগ্রোভ কেটে অবৈধ ভেড়ি নীরব প্রশাসন

অরিজিৎ মণ্ডল, রায়দিঘী: আমফানের পর ইয়াসের ঝাপটায় সুন্দরবনের ছবিটা ছিল ভয়াবহ। লন্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম। ভেঙে পড়েছিল কাঁচা বাড়ি থেকে বড় বড় গাছ। মাটির বাঁধ ভেঙে এবং উপচে নোনা জল ঢুকেছিল লোকালয়ে। নষ্ট হয়েছিল ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। ফলে আরও বেশী করে গাছ ও ম্যানগ্রোভ লাগানোর জন্য বনদপ্তর সহ জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, গাছ ও ম্যানগ্রোভ বসানোর কাজ চলার মধ্যেই গত কয়েকদিন ধরে রায়দিঘির নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শ্রীধরপুর এলাকার ঠাকুরান নদীর চরে বিঘের পর বিঘে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল কাটার অভিযোগ উঠল শাসকদল ঘনিষ্ঠ এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। জঙ্গল সাফ করার পর সেই জমিতে মাছের ভেড়ি তৈরির পাশাপাশি বেআইনি নির্মাণও গড়ে তোলা বা চড়া দামে বেআইনিভাবে ওই জায়গা বিক্রি করারও পরিকল্পনা থাকতে পারে বলে দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। বাইন, তরান, গরান, বানী, আল, কেওড়া, বাবলা ও গেঁয়ো প্রজাতির দামি ম্যানগ্রোভ নির্বিচারে কাটার বিষয়টি নজরে আসার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে বনদপ্তরের নলগড়া বিট অফিসের পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কোন সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। তবে ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য যমুনা গায়েন।

এরপর পাঁচের পাতায়

৩ মাস পর গ্রন্থাগারে ঢুকলেন লাইব্রেরিয়ান

কুনাল মালিক

গত ১৮ জানুয়ারি সংখ্যায় আলিপুর বার্তা সংবাদপত্রে 'ক্যানিংয়ের সরকারি গ্রন্থাগারের ভগ্ন দশা, বাইরে বসেই দিন কাটান লাইব্রেরিয়ান' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

আলিপুর বার্তার খবরের জের

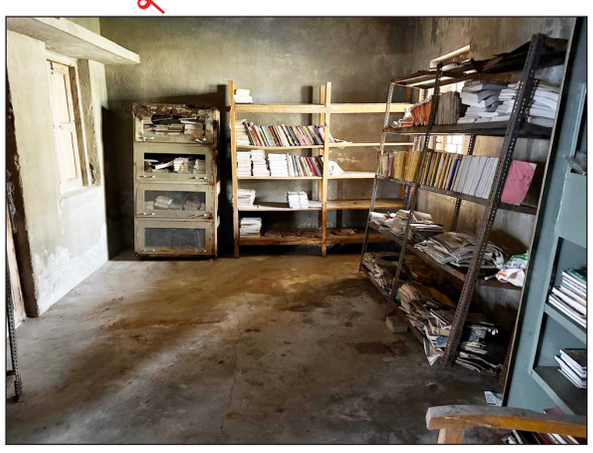

এই খবর প্রকাশিত হবার পরই নড়েচড়ে বসে গ্রন্থাগার দপ্তর। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা তৎপর হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের সারেঙ্গা বাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রন্থাগার দপ্তর অনুমোদিত সারেঙ্গাবাদ আদিবাসী গ্রন্থাগারের বেহাল দশার খবর প্রকাশ্যে আসে। জানা যায়, প্রায় ১০ বছর বন্ধ থাকার পর গত অক্টোবর মাসে এই গ্রন্থাগারের জন্য একজন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করা হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

'জয় হিন্দ'কে জাতীয় স্লোগান করার দাবি

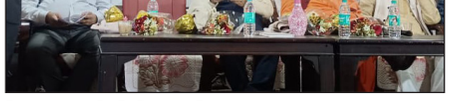

বিশেষ প্রতিনিধি, ছত্তিশগড়: প্রজাতন্ত্র দিবসের সন্ধ্যায় বিলাসপুরের সেন্ট্রাল বেঙ্গলি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি প্রণামের আয়োজন করা হয়। কলকাতা থেকে বিবেকানন্দ গবেষক কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা ও কদম কদম বঢ়ায়ে যা সঙ্গীত এবং দেবী সরস্বতীর ছবির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নেতাজির উপর বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। নেতাজির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জীবন সম্পর্কে তথ্যসহ আলোচনা করেন ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সভা এবং সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি তোলা হয় 'জয় হিন্দ'কে জাতীয় স্লোগান করার। ভারতীয় সেনার নাম 'ভারতীয় জাতীয় সেনা' নামকরণের দাবিও তোলা হয়। উপস্থিত দর্শকরাও দাবি দুটিকে সমর্থন করেন। বিলাসপুরের মাটিতে প্রথম এই ধরনের অনুষ্ঠান হল বলে উদ্যোক্তাদের অন্যতম সুব্রত চট্টোপাধ্যায় জানান। বিজ্ঞানী ড: রঘুনাথ ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ, সভাপতি বিকাশ গোলদার, সম্পাদক অসিতবরণ দাস, রিঙ্কু মিত্র, অমিত চক্রবর্তী, লীনা ব্যানার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আবাসে কাটমানি গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া বিধানসভার চন্ডীগ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা আজিফা বিবির স্বামী আরব নবীকে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ৩০ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করলো। প্রসঙ্গত বিষ্ণুপুর ২নম্বর ব্লক এর আগেও আবাস যোজনা প্রকল্পে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিষ্ণুপুর দুনম্বর ব্লকে অনেক অভিযোগ জমাও পড়েছে। শাসক দলের এক নেত্রীর স্বামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করা প্রসঙ্গে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, 'বেনিফিশিয়ারিরা অভিযোগ করেছিলেন বিডিও এবং আমার কাছে। আমরা বিষয়টি আমাদের প্রিয় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে জানিয়েছিলাম। পুলিশ যদি গ্রেপ্তার করে থাকে সেখানে আমাদের বলার কিছু নেই। আমরা চাই সে আমাদের শাসকদলের নেতা হোক নেত্রী হোক গরিব মানুষদের সঙ্গে কেউ যেন প্রবঞ্চনা না করেন। সাংসদ তো বলেইছেন কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তার কাছে জানান তিনি ব্যবস্থা নেবেন।' বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবকুমার বেতাল এই প্রসঙ্গে বলেন, 'ওই বিষয় সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।' ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ–সভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন, 'আবাসযোজনায় কাটমানি খাওয়ার ব্যাপারটা গোটা রাজ্য জুড়েই চলছে নতুন কিছু নয়। যাক শেষ পর্যন্ত একজনকে যে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এটা একটা আইওয়াশ মাত্র। এর আগেও বিষ্ণুপুর ২নম্বর ব্লকে আমি একটি অভিযোগ জমা দিয়েছিলাম, ৫ জন এমন মানুষ আছেন যারা ঘর পাবার কথা নয় তাদের জন্য ঘরের টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু সে ব্যাপারে প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব আছে।

মহাকুম্ভে দুর্ঘটনা : দায় এড়াতে পারে না প্রশিক্ষণহীন প্রশাসন

ওঙ্কার মিত্র

এবারের পুণ্যমহাকুম্ভ মেলা নিষ্কলঙ্ক রইল না। প্রথম দিন থেকে যোগী সরকার মেলার ব্যবস্থাপনা নিয়ে যে প্রচার শুরু করেছিলেন, তা মুখ থুবড়ে পড়ল মৌনী অমাবস্যার প্রাক ভোরে। ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান করতে গিয়ে ব্যারিকেট ভেঙে হুড়োহুড়ি করে প্রাণ গেল ৩০ জন পুণ্যার্থীর। আহত আরও দ্বিগুণেরও বেশি। দুর্ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে চোখে জল দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। আশ্বাস দিলেন বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার। মোতায়েন করেছেন আরো বেশি কিছু অভিজ্ঞ আইএএস ও আইপিএসকে। আগামী মহাস্নানে পরীক্ষা হবে তাঁদের। তবে পিছু ছাড়ছে না বিপদের। প্রাণঘাতি দুর্ঘটনার পরেই ২২ নং সেক্টরের অগ্নিকাণ্ড ফের কলঙ্কিত করেছে এবারের কুম্ভমেলাকে।

মানব সভ্যতায় যখন সিভিল ডিফেন্স, রেসকিউ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি শব্দগুলোর কোনও পরিচিতি ছিল না সেই ঐতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে ধর্মীয় সভা, সমাবেশ, মেলা চলছে। তখন কোনও নিয়ম কানুন ছাড়াই ছোট পরিসরে নিয়ন্ত্রণাহীন বড় জমায়েত সংঘটিত হত। কোনও সুষ্ঠ ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় করত, থাকত, খেত, যেখানে পারত শৌচকর্ম করত। এমনকী প্রাণ যেত বহু মানুষের যাকে পুণ্য জীবনের আহুতি বলেই ধরে নেওয়া হত।

কিন্তু মানব সভ্যতা যখন মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে, ইন্টারনেটে সুখ সাচ্ছন্দ্যের খোঁজ চলছে, আর্টিফিসিয়াল

ইন্টেলিজেন্স নির্ভর দুনিয়ার কথা ভাবছে, তখন শুধু জনসমাগম সামলাতে বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করতে পারার জন্য প্রাণহানি নিতান্তই লজ্জার। তবু দুঃখের হলেও সত্যি কুম্ভ থেকে গঙ্গাসাগর থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশ মৃত্যুমুখর হয়েই রয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষে।

তবে তার দায় কেউ নিতে নারাজ। বিপদে পড়লে আত্ম প্রচারে ব্যস্ত প্রশাসন চায় তথ্য লুকিয়ে নিজের ভুলভ্রান্তি আড়াল করতে। ফলে মনসিকতায় বদল হয় না। এবারের কুম্ভ মেলাতেও প্রচারের পিছনে রয়ে গিয়েছে অনেক ফাঁক ফোকড়। দুর্ঘটনার পর যা শোধরাতে ব্যস্ত যোগী প্রশাসন।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এবারের কারণ গোড়ায় গলদ। সংগঠক এবং নিয়ন্ত্রক কারোরই নেই ভিড় সামলাবার প্রকৃত প্রশিক্ষণ। এখন ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট একটা স্বীকৃত বিজ্ঞান হলেও তার প্রতি আগ্রহ নেই কারোর।

এবারের এত বড় কুম্ভ মেলার আধুনিকতা নিয়ে গর্ব করা উত্তরপ্রদেশ সরকার যে উৎসাহ নিয়ে প্রচার ও ব্যবস্থাপনায় ব্রতী হয়েছে সেটা পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিংয়ে ব্যয় করলে তারা বুঝতো কত বর্গকিলোমিটার এলাকায় কত ভিড় হলে তাকে সামলানো সম্ভব। ভারতবর্ষে ধর্মীয় সমাবেশগুলির একটা বড় গেরো হল ভিআইপি। এই নামের পিছনে লুকিয়ে থাকে সমস্ত ব্যবস্থাপনা, নিয়মকানুন ভেঙে চলার প্রত্যক্ষ মদত। অভিযোগ এই ভিআইপিদের জন্যই অবহেলিত হয় সাধারণ পুণ্যার্থী। বিশেষজ্ঞদের মতে পুণ্যার্থী সমাবেশে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট বন্ধ হওয়া দরকার সবচেয়ে আগে। এখানে পুণ্যার্থীই হোক প্রথম ও শেষ পরিচয়।

এবারের কুম্ভ মেলায় মৌনী অমাবস্যার দুর্ঘটনার কয়েকদিন আগে উত্তরপ্রদেশের বাগপতে জৈন ধর্মালম্বীদের সমাবেশে এক দুর্ঘটনায় কয়েকজনের প্রাণ যায়। তার আগে কেরালায় ঘটে আর এক পদপিষ্ঠের ঘটনা। এগুলি প্রমাণ করে এদেশের সংগঠকরা জানে প্রশাসন বা পুলিশের অনুমতিই যথেষ্ট। কিন্তু তাদের কোনও ধারণাই নেই ভিড় কী করে সামলাতে হয়। শুধু সংগঠক বা নিয়ন্ত্রকরাই নয়, যারা ভিড় করছেন সেই সাধারণ পুণ্যার্থীদেরও ভিড় সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে ছোটবেলা থেকেই ভারতবাসীকে স্কুল স্তরে ক্রাউড ম্যানেজমেন্টের ধারণা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই একমাত্র দেশের ধর্মীয় সমাবেশগুলি মৃত্যুহীন হতে পারে।

আরও কয়েকটি স্নান বাকি মহাকুম্ভের। প্রস্তুতি চলছে আপামর ভারতবাসীর মধ্যে। তারা চায় নির্ভিগ্নে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে ঘরে ফিরতে। সেই ভাবনাকে যোগী সরকার কতটা নিরুদ্রোপ করতে পারে তার ওপর নির্ভর করছে আগামী ১৪৪ বছরের ইতিহাস।

ইন্ডিয়ান অয়েলে ৬৯৬ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের মার্কেটিং ডিভিশন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, অসম, সিকিম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচলপ্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্য প্রদেশ, গোয়া, ছত্তিশগড়, ইউ.টি. অফ দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি, ইউ.টি. অফ দমন অ্যান্ড দিউ অফিসে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস, টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েট/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর) ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৬৯৬ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য: টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন মেকানিক্যাল: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১ ২ মাসের ট্রেনিং।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন ইলেক্ট্রিক্যাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন ইন্সট্রুমেন্টেশন: ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন –সিভিল: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন–ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স : ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, ডিসিপ্লিন–ইলেক্ট্রনিক্স: ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফিটার): আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস –ইলেক্ট্রিশিয়ান: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক: আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক: আই.টি.আই. থেকে ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–মেশিনিস্ট। আই.টি.আই. থেকে মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার অ্যাপ্রেন্টিস) উচ চমাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ১৫ মাসের ট্রেনিং। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার্স): মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে উচচমাধ্যমিক পাশরা ডোমেস্টিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ১৫ মাসের ট্রেনিং।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস: মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ১৫ মাসের ট্রেনিং। কোন রিফাইনারিতে ক"টি শূন্যপদ: টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইন্সট্রুমেন্টেশন, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স) ট্রেডে–পশ্চিমবঙ্গ ৮৭ টি (জেনাঃ ৩৬, ই.ডব্লু এস. ৮. তাজাঃ ২০, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৯)। বিহার ৩২টি (জেনাঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৩. তঃজাঃ ৫. ও.বি.সি. ৮)। ওড়িশা ২৫টি (জেনাঃ ১১. ই. ডব্লু. এস. ২. তাজাঃ ৪, তাউঃজাঃ ৫. ও.বি.সি. ৩)। ঝাড়খন্ড ১২টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১. তাজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১)। অসম ৪০টি (জেনাঃ ২০, ই.ডব্লু.এস. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৪. ও.বি.সি. ১০)। সিকিম ১টি (জেনাঃ)। ত্রিপুরা ২টি (জেনাঃ)। নাগাল্যান্ড ১টি (জেনাঃ)। মণিপুর ৩টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। অরুণাচল প্রদেশ ১টি (জেনাঃ)। আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ২টি (জেনাঃ)। মহারাষ্ট্র ৩০টি (জেনাঃ ১২, ই.ডব্লু.এস. ৩. তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৩. ও.বি.সি. ১)। গুজরাত ২০টি (জেনাঃ ৭, ই.ডব্লু এস. ২, তাজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৬)। মধ্য প্রদেশ ২০টি (জেনাঃ ৮. ই.ডব্লু,এস ২. তাজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩)। ছত্তিশগড় ৭টি (জেনাঃ ২. ই.ডা.এস. ১. তাজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ২. ও.বি.সি. ১)। ইউ.টি. অফ দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি ১টি (তঃউঃজাঃ)। ইউ.টি. অফ দমন অ্যান্ড দিউ ২টি (তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, মেশিনিস্ট) ট্রেডে পশ্চিমবঙ্গ ৩৩টি (জেনাঃ ১৫, ই.ডব্লু.এস. ৩, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৭)। বিহার ১৪টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৩)। ওড়িশা ১২টি (জেনাঃ ৭. ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। ঝাড়খন্ড ৭টি (জেনাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১)। অসম ১৫টি (জেনাঃ ৮, ই. ব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ৪)। সিকিম ১টি (জেনাঃ)। ত্রিপুরা ২টি (জেনাঃ)। নাগাল্যান্ড ১টি (জেনাঃ)। মিজোরাম ১টি (জেনাঃ)। মেঘালয় ১টি (জেনাঃ)। মণিপুর ২টি (জেনাঃ)। অরুণাচল প্রদেশ ২টি (জেনাঃ)। আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ২টি (জেনাঃ)। মহারাষ্ট্র ৫টি (ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। গুজরাত ৫টি (জেনাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। মধ্য প্রদেশ ৫টি (জেনাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। ছত্তিশগড় ৩টি (তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস পশ্চিমবঙ্গ ২২টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪)। বিহার ১০টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। ওড়িশা ১৬টি (জেনাঃ ১. ই.ডব্লু. এস. ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩. ও.বি.সি. ১)। ঝাড়খন্ড ৫টি (জেনাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১)। অসম ৭টি (জেনাঃ ৬. ও.বি.সি. ১)। ত্রিপুরা ১টি (জেনাঃ)। মণিপুর ১টি (জেনাঃ)। আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১টি (জেনাঃ)। মহারাষ্ট্র ১৩০টি (জেনাঃ ৫২, ই.ডব্লু.এস. ১৩. তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ১২. ও.বি.সি. ৩৫)। গুজরাত ৩৫টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ৪, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ১০. প্রতিবন্ধী ২)। মধ্য প্রদেশ ১৫টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৩. ও.বি.সি. ৩, প্রতিবন্ধী ১)। গোয়া ৬টি (জেনাঃ ১. ইব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১,৩.বি.সি. ১. প্রতিবন্ধী ১) ছত্তিশগড় ৭টি (জেনাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১, প্রতিবন্ধী ১)। ইউ.টি. অফ দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি ১টি (তঃউঃজাঃ)। ইউ.টি. অফ দমন অ্যান্ড দিউ ৪টি (তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১. প্রতিবন্ধী ১)।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার ও স্কিল সার্টিফিকেট হোল্ডার্স): পশ্চিমবঙ্গ (ফ্রেশার) ৬টি (জেনাঃ ৪. তাজাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। বিহার (ফ্রেশার) ২টি (জেনাঃ)। ওড়িশা (ফ্রেশার) ২টি (জেনাঃ)। ঝাড়খন্ড (ফ্রেশার) ১টি (জেনাঃ)। অসম (ফ্রেশার) ৩টি (জেনাঃ)। পশ্চিমবঙ্গ (স্কিল্ড সার্টিফিকেট হোল্ডার্স) ২টি (জেনাঃ)। বিহার (স্কিল্ড সার্টিফিকেট হোল্ডার্স) ১টি (জেনাঃ)। ওড়িশা (স্কিল্ড সার্টিফিকেট হোল্ডার্স) ১টি (জেনাঃ)। ঝাড়খন্ড (স্কিল্ড সার্টিফিকেট হোল্ডার্স) ১টি (জেনাঃ)। অসম (স্কিল্ড সার্টিফিকেট হোল্ডার্স) ১টি (জেনাঃ)। মহারাষ্ট্র ৯টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ২, প্রতিবন্ধী ১)। গুজরাত ৪টি (তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি ১. প্রতিবন্ধী ১)। মধ্য প্রদেশ ৩টি (তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১. প্রতিবন্ধী ১)। ছত্তিশগড় ১টি (তঃউঃজাঃ)।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩১–১–২০২৫"র হিসাবে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, অসম, সিকিম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচলপ্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অফিসের বেলায় এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: IOCL/MKTG/ER/APPR/2024-25, Date: 24-01-2025. মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্য প্রদেশ, গোয়া, ছত্তিশগড়, ইউ.টি. অফ দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি, ইউ.টি. অফ দমন অ্যান্ড দিউ অফিসের বেলায় এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: IOCL/MKTG/WR/APPR/2024-25, Date: 17-01-2025. প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে।

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্য প্রদেশ, গোয়া, ছত্তিশগড়, ইউ.টি. অফ দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি, ইউ.টি. অফ দমন অ্যান্ড দিউ অফিসের বেলায় ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওডিশা, ঝাড়খণ্ড, অসম সিকিম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচলপ্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রার্থীদের বেলায় ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (আই.টি.আই.), ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও রিটেল সেলস অ্যাসোসিয়েট) ট্রেডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে https://apprenticeshipindia.gov.in, টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস–ডিপ্লোমা প্রার্থীদের এই ওয়েবসাইটে : https://www.nats.education.gov.in গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে https:// www.nats.education.gov.in দরখাস্ত করার আগে এইসব প্রমাণ পত্র স্ক্যান করবেন: (ক) জন্ম–সার্টিফিকেট, (খ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, (গ) কাস্ট সার্টিফিকেট, (ঘ) সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে সিগনেচার করে স্ক্যান করবেন, (ঙ) এখনকার তোলা ১ কপি পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এবার সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ ফেব্রুয়ারি – ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মেষ রাশি : মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি। চঞ্চলতা বৃদ্ধির দরুন কোন জিনিস কোথায় রাখছেন সে খেয়াল থাকবে না। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য ও চাকরি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সর্দি–কাশি বা ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার, হনুমান দর্শন করুন ও বুঁদি চড়ান।

বৃষ রাশি : শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। চাকরিতে সমস্যা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। নিকট আত্মীয়ের বিয়ের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ থাকলেও তা মিটে যাবে। তীর্থ ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা। আয়ভাব শুভ। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ঘরের মহিলাদের বস্ত্র দান করুন।

মিথুন রাশি : স্বজনদের ব্যবহারে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। সঞ্চিত ধন ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সন্তানের পড়াশোনায় শুভ ফল লাভে সম্ভাবনা। মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তায় চলুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : ঘরের মা, বোনকে চুরি ভেট দিন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। হঠাৎ অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। সন্তানের কৃতিত্বে খুশির জোয়ার। ধর্মে–কর্মে ব্রতী ও ঈশ্বরানুরাগী হয়ে উঠবেন। পদোন্নতিতে বাধা, আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রত্যহ রাত্রে শোয়ার আগে দুধ পান করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। চাকরি পেলেও তার স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পেতে বিলম্ব। বিবাহে বাধা। অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রপ্তির সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া, পায়ের সমস্যা, ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন।

কন্যা রাশি : অন্যমনস্কতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা দ্রব্যাদি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। বিবাহে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযৌগের সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তার সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা।

প্রতিকার : ঘরে একটি গাছ লাগান।

তুলার রাশি : হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। ধনাভাব শুভ হওয়ায় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

প্রতিকার : শ্রী সুক্তের পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। তবে সন্তান থেকে সুখ পাবেন। আরামপ্রিয় হয়ে উঠবেন। মান–সম্মান বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে ও গবেষণায় সাফল্যে বাধা। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : হনুমানকে সিঁদুর চড়ান।

ধনু রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয় হবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। পেশাদারি কর্ম বা ব্যবসায় কিন্তু সাফল্য হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কোনো পুজারীকে বস্ত্র দান করুন।

মকর রাশি : মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে মামলা–মোকদ্দমা পর্যন্ত হতে পারে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। চাকরিতে সাফল্যে বাধা ও ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। ভ্রমণ না করাই শ্রেয়। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা। পদোন্নতিতে বাধা। আর্থিক কষ্ট থাকলেও ঈশ্বরের আর্শীবাদে সমস্ত কষ্ট থেকে রেহাই পাবেন।

প্রতিকার : ঘর বা অফিসের কর্মচারী বা চাকরদের আর্থিক সাহায্য।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের নিকট সব রকম সাহায্য মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা থেকে রেহাই পাবেন। কোনো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে শয্যাগত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারে বাধা হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটা সাবলম্বী হবেন। পদোন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের জন্য স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হতে পারে।

প্রতিকার : রাধা–কৃষ্ণের আরাধনা করুন।

মীন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক সাহায্য বা দ্রব্যাদি পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রিয়জনের মতামত নিয়ে তবে কোনো কার্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সঙ্গে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভ্রমণের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। রোগ হলেও তা থেকে আরোগ্যের সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : পাখিদের জন্য খাপে সাতটি আলাদা ধরনের অন্ন দিন।

শব্দবার্তা ৩২৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। রাজপ্রতিনিধি ৪। সদ্ভাব, বনিবনা ৫। অনুবাদ ৭। সরল ভাব ৯। (আল.) রমনীদের একান্ত অনুগত ১০। অমিল।

উপর–নীচ

১। পইতে ২। ভূ– সম্পত্তি ৩। বিবাহ, পরিণয় ৬। কৈলাস পর্বত ৭। তীব্র প্রেম, আসক্তি ৮। প্রচুর।

সমাধান : ৩২৮

পাশাপাশি : ১। কনক ৩। ঘরানা ৫। দামোদর ৬। ডাক ৭। তাসরস ৯। পদতল ১২। সাল ১৩। ধামনিক ১৪। রকম ১৫। লহর।

উপর–নীচ : ১। কলকাতা ২। কদাচার ৩। ঘর ৪। নাটক ৬। ডাকাত ৮। মক্কেল ১০। দমকল ১১। লশকর ১২। সাদর ১৩। ধাম।

অর্থনীতি

ট্রাম্প ঝড়ে আক্রান্ত ভারতের শেয়ার বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথের সাথে সাথেই চারদিকে একটা আশা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল যে হয়তো বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে লাভজনক হয়ে উঠবে কিন্তু ২০২৫ সালের ১৫টি ট্রেডিংয়ের দিনে ৫৭ হাজার কোটি টাকা বিদেশীরা বিক্রি করেছে এবং এই ধারা অক্ষুন্ন রয়েছে। তার একের পর এক ঘোষণা এটা দৃঢ় করছে যে ভারতীয় বাজার থেকে বৈদেশিক বিনিয়োগ আরো কমতে থাকবে। তৃতীয় কোয়ার্টারের রেজাল্ট আশাপ্রদ হচ্ছে না তার ওপর ডলার ক্রমাগত শক্তিশালী হওয়ার জন্য ভারতীয় টাকা প্রায় ৩ শতাংশ কমে গিয়ে ৮৬.৭০–তে পৌঁছে গেছে। ট্রাম্প যখন চেষ্টা করছে আমেরিকাকে শক্তিশালী করে তোলার তার জন্য সেখানকার কর্পোরেট ট্যাক্স কাট, ম্যানুফ্যাকচারিং জব আমেরিকাতে আরো বেশি করে প্রমোট করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যেগুলো ও ভারতের ক্ষেত্রে নেগেটিভ হবে। অটোমোবাইল ফার্মাসিউটিক্যাল এবং আইটি সেক্টরে এগুলো খুব বড় রকমের প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা। এইচ১ভি ভিসার ক্ষেত্রে সমস্যার ক্ষেত্রে বড় বড় ভারতীয় কোম্পানির খরচ বাড়বে। চীনের ক্ষেত্রে ট্রাম্প যেসব প্রক্রিয়া গ্রহণ করছে তার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ভারতেও হতে পারে কেননা এখানে খুব সস্তায় যদি চিনা দ্রব্য আসা শুরু হয় তাহলে ভারতীয় কোম্পানিগুলো আর্থিক ক্ষতিতে পড়বে। তবে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে মেটাল সেক্টরের ক্ষেত্রে ভারতের সুবিধা হবে তবুও স্বল্পকালীন ভিত্তিতে শেয়ার মার্কেটে যে প্রভাব আমরা দেখছি সেটা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। বাজার বারবার ২৩ হাজারের কাছ থেকে ঘুরে উপরের দিকে যাচ্ছে তবে এই সপ্তাহে এটা ভেঙে নিচের দিকে যাওয়া সম্ভাবনা প্রচুর সেক্ষেত্রে ২২ হাজার ৩০০ পর্যন্ত বাজার চলে যেতে পারে। গত সপ্তাহে বাজার সম্পর্কে আমরা যে দিশা দেখিয়েছিলাম বাজার সেই রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। যে পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে সেই অনুযায়ী রিটেল সেক্টর এবং ডিআইআই যথেষ্ট সাপোর্ট দিতে পারছে না সুতরাং যতক্ষণ না আশার আলো দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ 'বাই অন ডিপ স্ট্রাটেজি' কাজ করছে না। তাই সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে।

Name Change

As per affidavit dated **27/01/2025** in the court of Ld. Judicial Magistrate, Alipore I hereby declare that I am now known as my actual name Anaul Molla as indicated in my Aadhar Card in place of Anamul Molla. Anaul Molla and Anamul Molla are same and identical person.

Anaul Molla
Purba Hatamari,
Jayramkhali, Canning,
South 24-Parganas

Name Change

As per affidavit dated **27/01/2025** in the court of Ld. Judicial Magistrate, Alipore I hereby declare that I am now known as my actual name Amlan Saha as indicated in my Aadhar Card in place of A Saha. Amlan Saha and A. Saha are same and identical person.

Amlan Saha
Nabapally, Batanagar,
Maheshtala
South 24-Parganas

পরম্পরা

খেমপুরে সরস্বতী পুজো দুর্গোৎসবের আড়ম্বরকেও ম্লান করে

অসীম কুমার মিত্র

বাংলায় বহু দেব–দেবীর মন্দির থাকলেও সরস্বতীর মন্দির কিন্তু খুবই বিরল। হাওড়া জেলায় দুটি সরস্বতীর মন্দির রয়েছে। প্রথমটি হাওড়া শহরে পঞ্চাননতলায়। যার বয়স ১০০ বছরেরও অধিক। দ্বিতীয়টি উদয়নারায়ণপুর থানার হরালী উদয়নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত খেমপুর গ্রামে। ২০১৬ সালে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এটিই হাওড়া গ্রামীণ এলাকার প্রথম সরস্বতী মন্দির। খেমপুরের উত্তর পাড়া ও দক্ষিণ পাড়া খুবই পিছিয়ে পড়া জনপদ। এই দুই জনপদের মাঝে বেশ কিছুটা চাষের জমি রয়েছে। এখানে বেশ কয়েকঘর জানা পরিবারের বাস। জানা পরিবারের এক প্রবীণ ব্যবসায়ী সদস্য সন্তোষ কুমার জানা থাকেন হাওড়ার সালকিয়া অঞ্চলে। ২০১৫ সাল নাগাদ সন্তোষবাবু হঠাৎই একদিন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেবী সরস্বতীর দর্শণ পান। এবং তৎক্ষণাৎ তিনি হাওড়া থেকে সোজা চলে আসেন তার পৈতৃক বাড়ি খেমপুরে। সেদিন তিনি তাঁর পরিবার এবং গ্রামের অন্য সদস্যদের তাঁর স্বপ্ন দেখার বিষয়টি জানান। এবং সেই সঙ্গে সরস্বতী মায়ের স্থায়ী মন্দির নির্মাণের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। পরিবার ও গ্রামের অন্য সকলের সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে পরদিন থেকেই জানা পরিবারের জমিতে শুরু হয়ে যায় সরস্বতী মন্দির নির্মাণের কাজ।

সন্তোষবাবুর কথায় জানা গেল, প্রায় ৪০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে নির্মিত হয়েছে মন্দিরটি। মন্দিরের উচ্চতা ৪০ ফুট। মন্দিরের ভিতরে রয়েছে শ্বেত পাথরের ৪ ফুট উচ্চতার দ্বিভূজা সরস্বতী মূর্তি। এই মূর্তি আনা হয়েছিল রাজস্থানের জয়পুর থেকে। মন্দিরের সামনে আছে ছেলে–মেয়েদের খেলাধুলো করার জন্য বেশকিছুটা ফাঁকা জমি। মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয় ২০১৬ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন (শনিবার) বেলুড় মঠের শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান স্বামী অরুণাত্মানন্দজী মহারাজের হাত ধরে। সেবছর সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে এক ব্যাপক উন্মাদনার সৃষ্টি হয় এই প্রত্যন্ত গ্রাম খেমপুরে। বাণীবন্দনার প্রস্তুতি তারা নিয়েছিল অনেক আগে থেকেই। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। পুজোর দিন সকালে তাই অসংখ্য কচিকাঁচা, ছাত্রছাত্রীদের এই মন্দিরে বাগ দেবীর সামনে দেওয়া হয় হাতে খড়ি। হাতে খড়ি উৎসবের আগে গ্রামের মেয়েরা ঘট মাথায় নিয়ে প্রভাতফেরিতে যোগ দেন। এই

পুজোতে গ্রামের মেয়েরা হয়ে ওঠে যেন বড়ই রঙিন। পুজোর প্রথমদিন তাদের পরণে থাকে লালপেড়ে হলুদ শাড়ি। আর দ্বিতীয় দিনে থাকে লালপেড়ে সাদা শাড়ি। গলায় উত্তরীয় এবং মাথায় চুলের খোঁপায় থাকে ফুল। গ্রামের প্রতিষ্ঠিত পুকুর থেকে ২০–২৫ জন মহিলা ঘটে জল ভরে সেটি মাথায় করে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। তারপর সেই ঘটের জল ঢালা হয় মন্দিরের ভিতরে নির্দিষ্ট বেদিতে। জল ঢালার পর্ব সমাপ্ত হলে মন্দিরের সামনে শুরু হয় পতাকা উত্তোলন পর্ব। তোলা হয় জাতীয় পতাকা এবং মন্দিরের নিজস্ব পতাকা। হাতেখড়ি উৎসবে যোগদান করা কচি–কাঁচাদের হাতে মন্দির কমিটিরপক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় স্লেট, পেনসিল, বই, খাতা ও স্কুলব্যাগ। যা পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয় খুদে পড়ুয়ারা।

বাগদেবীর আরাধনার পাশাপাশি এই মন্দির কমিটির আরও এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হল শরীরচর্চার এক অংশ হিসাবে অবৈতনিক ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। ২০১৭ সালে যার সূচনা করেন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা। ওই বছর কোচিং সেন্টারের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় একটি করে ব্যাট ও বল। এখন তো অবৈতনিক ফুটবল কোচিং সেন্টারও চালু হয়ে গেছে। এখানে বাগদেবীর আরাধনার পাশাপাশি দুদিন ধরে চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উদয়নারায়ণপুরের বিভিন্ন গ্রামের অসংখ্য মানুষ যোগ দেন। পুজো শেষে উদয়নারায়ণপুর ব্লকের প্রায় ১০–১৫টি স্কুলের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক উপহার, বই। সম্মান জানানো হয় শিক্ষক–শিক্ষিকাদেরও। পুজোর পরদিন বিকালের দিকে থাকে নৃত্য, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা। গ্রামের মা ও বোনেদের জন্য থাকে শঙ্খধ্বনি ও প্রদীপ জ্বালানো প্রতিযোগিতা। পুজোর অন্তিমে বিদ্যার দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় ছোলার ডাল, লুচি, তরকারি, ফল ও মিষ্টি। ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য গ্রামবাসী মিলিয়ে প্রায় ২ হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। জানা পরিবারের আর এক সদস্য সৌরভ বাবুর কথায় জানা গেল, 'সরস্বতীর এই মন্দির খোলা থাকে প্রত্যহ সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ২ টো এবং বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত। মন্দিরে প্রতিদিনই পুজো হয়।' মন্দিরের পুরোহিত কেনারাম চক্রবর্তী জানান, 'শুধুমাত্র সরস্বতী পুজোর দিন ষোড়শোপচারে পুজো হয়, বছরের বাকি দিন পুজো হয় পঞ্চোপচারে।' এলাকাবাসীদের মতে, খেমপুরে এই সরস্বতী মন্দিরে বাণীবন্দনার আড়ম্বর এলাকায় দুর্গাপুজোর আড়ম্বরকেও ম্লান করে। গ্রামীণ হাওড়ার একমাত্র সরস্বতীর স্থায়ী মন্দিরে আসতে হলে, হাওড়া থেকে রামপুরের বাসে চেপে রামপুর স্টপেজে নেমে ওখান থেকে অটোতে করে মন্দিরে আসা যায়। এছাড়া হাওড়া–উদয়নারায়ণপুর বাসে চেপে উদয়নারায়ণপুর স্টপেজে নেমে ওখান থেকে অটোতে করেও মন্দিরে আসা যায়।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

পরকীয়ার জেরে খুন স্বামী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপির তুলসিচক এলাকায় প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুন। ২৭ জানুয়ারি রাতে নিজের বাড়ির সামনে কুলপির বাসিন্দা গৌতম হালদারের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। এলাকায় শোরগোলের জেরে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। রাতেই পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, গৌতমের স্ত্রী প্রতিমা দীর্ঘদিন ধরে এক যুবকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। গুরুদাস গায়েনের ও প্রতিমার বাপের বাড়ি কুলতলি থানার জামতলা এলাকায়। ১৬ বছর আগে গৌতমের সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে হয়। স্ত্রীর পরকীয়ার কথা জানাজানি হওয়ার পরে গৌতমের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। গ্রামে সালিশি সভা বসিয়ে তাঁদের মিটমাট করে নিতে ও বলা হয়েছিল।মেয়ের মুখ চেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে রাজি হয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের সন্দেহ, সোমবার রাতে গৌতমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে গুরুদাসই। ইতিমধ্যেই গুরুদাসকে ও প্রতিমা মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত? তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। প্রতিমা এবং গুরুদাসের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন গৌতমের ভাই ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

ধর্ষণে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার লাভপুর ব্লকের ঠিবা গ্রামপঞ্চায়েতের এক গ্রামে এক বধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠে প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে কীর্ণাহার থানার পুলিশ। সোমবার রাতে ওই বধূ ঘরে ঘুমচ্ছিলো সেইসময় প্রতিবেশী যুবক মত্তাবস্থায় বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে নির্যাতিতা কীর্ণাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উঠে গেল পর্যটক কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণায় খুশি সুন্দরবনের পর্যটক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ। এবার শীতের মরসুমে পর্যটনের ব্যবসা মার খেয়েছে। শীতের মরশুম প্রায় শেষের পথে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কর ছাড়ের কথা ঘোষণা করায় আগামীদিনে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। এর ফলে লাভবান হবে সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দারা। বোট মালিকরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কর তুলে দেওয়ায় খুব সুবিধা হয়েছে। এর ফলে বোট মালিকদের অনেক সুরাহা হবে। আগে সুন্দরবন বেড়াতে এলে মাথাপিছু ১৮০ টাকা খরচ হত। এছাড়া বনদপ্তরকে বোট মালিক দেরকে দিতে হত ১ হাজার টাকা। তাঁর উপর ছিল খাওয়া–দাওয়া ও বোটের তেলের খরচ। সব মিলিয়ে হাজার টাকারও বেশি খরচ হত। সেই খরচ অনেকটাই কমবে। এখন শুধুমাত্র নৌকার ভাড়া ও খাওয়ার খরচ দিলেই চলবে। এর ফলে এবারে আরও বেশি মানুষ সুন্দরবনে আসবেন বলে মনে করছেন সুন্দরবনের পর্যটক সহ ব্যবসায়ীরা। সুন্দরবন ঘুরতে আসা এক পর্যটক বলেন, 'এর ফলে আগামীদিনে সুন্দরবনে আরো অনেক অনেক পর্যটক আসবেন। আগে সুন্দরবনের জঙ্গলে ঢুকতে গেলে পাস নেওয়ার ক্ষেত্রে ১৮০টাকা দিতে হতো। এখন বনদপ্তরের অফিসে গিয়ে বললেই সুন্দরবন ঘোরার পাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে জঙ্গলে কারা যাচ্ছে বৈধ পরিচয় পত্র সহ তাদের নাম ও ঠিকানা লিখে রাখা হচ্ছে।

ত্রিনয়নী খেয়াঘাটের যাত্রী পরিষেবা তথৈবচ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী: কেউ বলেন ত্রিনয়নী, আবার কেউ কেউ ত্রিমুখী এমনকি ত্রিমনী খেয়াঘাট নামেই চেনেন! তবে এই খেয়াঘাট উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের নয়। এই ত্রিনয়নী খেয়াঘাট সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি পঞ্চায়েত এলাকার বগুলাখালিতেই রয়েছে। বিদ্যাধরী নদীর তিনটি শাখা একত্রিত হওয়ায়,বিগত প্রায় ১৩০ বছর আগে স্থানীয় মানুষজন এই ঘাটের নামকরণ করেন 'ত্রিনয়নী খেয়াঘাট'। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই খেয়াঘাট দিয়ে প্রতিদিনই হাজার হাজার নিত্যযাত্রীরা পারাপার হয়ে যে যার গন্তব্যে যাতায়াত করেন। এই ত্রিমুখী খেয়ার একদিকে রয়েছে গোসাবার শম্ভুনগর পঞ্চায়েত, অপর দিকে চুনাখালি এবং উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি।

খেয়া পারাপার হওয়া নিত্য যাত্রীদের অভিযোগ চুনাখালি পঞ্চায়েত এলাকার ঘাটে শৌচালয়, যাত্রী প্রতীক্ষালয় এবং পানীয় জলের কল রয়েছে। যা দীর্ঘদিন যাবত ভগ্ন হয়ে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এমনকি যাতায়াতের একমাত্র ইটের রাস্তাটিও বেহাল। একাধিকবার যাত্রী সহ টোটো, অটো এমনকী ভ্যান উল্টে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও খেয়াঘাটে আলোর কোন ব্যবস্থা নেই। ত্রিনয়নী খেয়াঘাটের যাত্রী পরিষেবা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ সাধারণ যাত্রীদের। তাদের দাবী, 'সমস্যা সম্পর্কিত স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ একাধিক স্থানীয় নেতৃত্বের গোচরে আনলেও কারোর কোন হেলদোল নেই। বিশেষ করে বর্ষাকালে চরম সমস্যায় পড়তে হয়। ত্রিনয়নী খেয়াঘাটের পরিষেবা যাতে ভালো হয় সেই ব্যবস্থাই করা অত্যন্ত জরুরি।'

ত্রিনয়নী খেয়াঘাটের যাত্রী পরিষেবা প্রসঙ্গে স্থানীয় চুনাখালি পঞ্চায়েত সদস্য অরুন মণ্ডল জানিয়েছেন, 'ত্রিনয়নী খেয়াঘাটের যাত্রী প্রতীক্ষালয়, শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা এমনকি যাতায়াতের একমাত্র ইটের রাস্তাটি জরাজীর্ণ। আমাদের নজরে রয়েছে। খেয়াঘাটের যাত্রী পরিষেবা যাতে উন্নততর হয় তার জন্য খুব শীঘ্রই সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ক্যানিংয়ে উদ্ধার প্রচুর কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : একটি কিংবা দুটি নয়, একেবারেই আলমারীর তলায় থরে থরে সাজানো ৫৩টি কার্তুজ উদ্ধার করলো পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি বোকরাবনী এলাকায়। জানা গিয়েছে, বিপুল পরিমাণ কার্তুজ মজুত রয়েছে এলাকার আবুতাহের মোল্লার বাড়িতে। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে তদন্তে নামে ক্যানিং থানার পুলিশ। গোলাবাড়ি এলাকায় মঙ্গলবার রাতে আবুতাহের মোল্লার বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। পাশাপাশি অভিযুক্ত আবুতাহের মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বিপুল পরিমাণ কার্তুজ কেন বাড়িতে রেখেছিল? সে বিষয়ে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ধৃতকে পুলিশ হেফাজত চেয়ে বুধবার আলিপুর আদালতে তোলা হয় ক্যানিং থানার পুলিশের তরফে।

যুবতী খুনের ৬ দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : যুবতী খুনের ৬দিনের মধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠালো পুলিশ। প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই জয়নগরে খুন হতে হয়েছিল মুর্শিদাবাদের যুবতীকে। তাদের দুজনের একসাথে ছবির সুত্র ধরে খুনের কিনারা করলো পুলিশ। ধৃতের নাম গিয়াসউদ্দিন গাজী, বয়স ৩২বছর। বাড়ি বকুলতলা থানার মধ্য মনিরতট গ্রামে। কর্মসূত্রে গুজরাটে থাকত বকুলতলা থানা এলাকার মধ্য মনিরতটের বাসিন্দা গিয়াসুদ্দিন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁর সাথে আলাপ হয় মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা লতিফা খাতুনের। দুজনেই বিবাহিত। গিয়াসুদ্দিনের কাছে টাকা চাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে অশান্তি তৈরি হয়। একাধিক জনের সাথে সম্পর্ক ছিল লতিফার, বিষয়টি জানতে পারে গিয়াসুদ্দিন। সেই কারণেই তাকে খুনের পরিকল্পনা করে। নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে মুর্শিদাবাদ থেকে লতিফাকে নিজের বাড়িতে ডাকে গিয়াসুদ্দিন। তারপর তাকে খুন করে ফাঁকা মাঠের পাশে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহের মঙ্গলবার গভীর রাতে খুন করা হয় লতিফাকে। তাঁরপর তাঁর দেহ ফেলা হয় জয়নগরের মায়াহাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দপুর রথতলা এলাকার রাস্তার পাশে ফাঁকা ধানক্ষেতের পাশে। ওই দিনই দেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে বকুলতলা থানার পুলিশ।

তদন্তে নেমে ওই এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে। তাঁর পরেই লতিফা ও গিয়াসুদ্দিনের একসাথে ছবি হাতে পায় পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল গিয়াসুদ্দিন।২৭ জানুয়ারি রাতে বকুলতলার শ্বশুরবাড়ি থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। এব্যাপারে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী বলেন, 'অভিযুক্তকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আর ও কেউ যুক্ত আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখবে। পুরো ঘটনার আইন মেনে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।'

রাস্তা নিয়ে বচসার জেরে দম্পতিকে মারধর, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২৯ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি থানার বেড়মজুর ঘোলাপাড় এলাকায় যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বচসার জেরে এক দম্পতিকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম হয়েছেন মেঘনাদ মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী মণ্ডল। আক্রান্ত দম্পতি সংকটজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এবিষয়ে সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তের পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, মেঘনাদ মণ্ডলের যাতায়াতের রাস্তার উপর মাটি ফেলেছিলেন প্রতিবেশী পাত্র পরিবার। সেই মাটি তুলে নেওয়ার অনুরোধ করেলে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে পাত্র পরিবার। অভিযোগ, পাত্র পরিবারের সন্তু, জয়ন্ত, সমর পাত্ররা কোদালের বাঁট, লাঠি, রড দিয়ে ফেলে যখন এলোপাথাড়ি মারধর করছিল, সেই সময় স্বামীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন স্ত্রী মৌসুমী। তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনার কথা জানতে পেরে অন্যান্য প্রতিবেশীরা আক্রান্ত দম্পতিকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে আক্রান্তদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।'

যৌন লালসার শিকার নাবালিকা

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গঙ্গাসাগরে ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওলা বিবি মোড়ের বাসিন্দা নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ, ১৯ জানুয়ারি দুপুর নাগাদ পাশের একটি বাড়িতে খেলতে যায় তার নাবালিকা মেয়ে সেখানে প্রতিবেশী এক যুবক ডেকে বাড়ির ছাদে নিয়ে যায় জোর করে বিভিন্ন ধরনের যৌন হেনস্থা করে। এই ঘটনার কথা জানাতে বারণ করে অভিযুক্ত সঞ্জয় বাড়ুই।

নাবালিকা স্কুল ছাত্রী ভয়ে কাউকে জানায়নি। পরে নাবালিকা ছাত্রীর মা ঘটনা জানতে পেরে মুম্বাইতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে থাকা স্বামীকে বিষয়টি জানায় স্বামী বাড়িতে ফিরে এসে ২১ জানুয়ারি রাতে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে অভিযুক্ত সঞ্জয় বাড়ুই বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ। বুধবার ওই অভিযুক্তকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

নোদাখালির শুট আউট কাণ্ডে মূলচক্রী সহ গ্রেপ্তার ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত ডোঙ্গারিয়া চৌরাস্তার কাছে প্রকাশ্য দিবালোকে সকাল সাড়ে দশটার সময় ডিরাইপুর অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৃষ্ণ মণ্ডল গুলিবিদ্ধ হন। বাইকে করে যাবার সময় অন্য এক বাইকে ৩ আরোহী কৃষ্ণ মণ্ডলকে ধাওয়া করে পিছন থেকে গুলি করে। স্থানীয় মানুষরা আহত কৃষ্ণ মন্ডলকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রসঙ্গত, বছর দুয়েক আগে এই কৃষ্ণ মণ্ডলকে আরো একবার গুলি করা হয়েছিল। এই ঘটনার তদন্তে নেমে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার নোদাখালী থানা এখনও পর্যন্ত মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ৩০ জানুয়ারি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, নোদাখালি শুট আউট কাণ্ডে মূলচক্রী সুবোধ যার ভালো নাম রবীন্দ্রনাথ নস্কর তাকে উলুবেরিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার মূল আসামী শোবরাজ গাজীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় যারা সহযোগিতা করেছিল সে রকম মোট ৬ জনকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বেশ

কিছু আগ্নেয়াস্ত্রেও উদ্ধার করেছে পুলিশ। মূলত কৃষ্ণ মণ্ডলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নস্করের ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিল। সেই কারণেই এই গুলির ঘটনা। খুব শীঘ্রই পুলিশ আরো বেশ কয়েকজনকে এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করবে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরো জানান কৃষ্ণ মণ্ডলের অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

সাধারণ পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সাধারণ পরিষেবা থেকে এবার বিচ্ছিন্ন খোদ পুলিশ প্রশাসন সুন্দরবনের মৈপীঠে। এখানে পুলিশ কর্মীদেরই দিনের পর দিন বাইরে থেকে জল কিনে খেতে হচ্ছে। কারণ, কয়েক মাস ধরে থানা চত্বরে পানীয় জলের কল খারাপ। স্থানীয় মৈপীঠ ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকী, এই থানার সামনে মৈপীঠ গঙ্গার ঘাট রোডের দুটি আলোর মধ্যে একটি খারাপ। ফলে সেই রাস্তাও থাকে পুরোপুরি অন্ধকারে। এই করুণ পরিস্থিতির ছবি উঠে এলো বারুইপুর পুলিশ জেলার মৈপীঠ উপকূল থানায়। এই মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকায় গত এক মাসে ১৭–২০ বার বাঘ লোকালয়ে চলে এসেছে। বন কর্মীদের সাথে পুলিশ প্রশাসনকে ও তাই গ্রাম বাসীদের পাহারা দিতে হচ্ছে। অথচ এত কিছুর পরে ও তাঁরা ভুগছে নূন্যতম পরিষেবা থেকে।

যে পরিষেবা স্থানীয় পঞ্চায়েতের হাতে। এই প্রসঙ্গে বারুইপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, এবারে বিষয়টি আমরা দেখছি। এবিষয়ে মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জোৎসনা হালদার বলেন, 'একটি কল থানার পিছনে বসানো হয়েছিল। সেটিও খারাপ হয়েছে। আমরা দেখছি কবে কিভাবে কি করা যায়। কয়েকবছর আগে মৈপীঠ উপকূল থানার গেটের সামনেই পানীয় জলের হাজার ফুটের কল বসানো হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই সেই কল খারাপ হয়ে যায়। ফলে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন খোদ পুলিশকর্মীরাই। মৈপীঠ থানার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশকর্মী বলেন, 'রোজ বাইরের দোকান থেকে ৩৫ থেকে ৪০ টাকার পানীয় জলের ড্রাম কিনতে হচ্ছে আমাদের। খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে আমাদের। এই সমস্যাটি নিয়ে স্থানীয় মৈপীঠ ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছিল। তাঁরা আশ্বাস দিলেও এখনও কোনো কাজ হয়নি। অন্যদিকে, থানার সামনে দুটি আলোকস্তম্ভ থাকলেও আলো জ্বলে মাত্র একটিতে। তাতে শুধুমাত্র থানার সামনের অংশই আলোকিত হয়। কিন্তু থানার সামনে রাস্তা থাকে পুরোপুরি অন্ধকারে। ফলে দূর্ঘটনা ঘটছে এই অন্ধকারে।আর এই সমস্যা কবে মিটবে,তা পুলিশকর্মীরাও জানেন না। তবে এই সমস্যার সমাধান কবে হবে তাঁর উওর পঞ্চায়েত প্রধান কিন্তু দিতে পারলেন না।'

বিশ্বের বৃহত্তম সরস্বতী পুজোর আয়োজন হচ্ছে বাটানাগরে

কুনাল মালিক, মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মহেশতলা পুরসভার অন্তর্গত বাটানগর নিউল্যান্ড এর মাঠে বিশ্বের বৃহত্তম সরস্বতী পূজার আয়োজন হতে চলেছে। সরস্বতী ঠাকুরের উচ্চতা ১১১ ফুট। অবাক হচ্ছেন? কিন্তু বাস্তবে সেটাই হচ্ছে বাটানগর নিউল্যান্ডে। বড় বড় ক্রেনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রতিমাকে স্থাপন করা হয়েছে। যা দেখতে গত এক মাস ধরে কৌতুহলী মানুষরা ভিড় জমিয়েছেন সেখানে। বাটানগর এ দীর্ঘদিন ধরে বাগ দেবীর আরাধনা করে আসছে বাটানগর স্কোয়াড ও ক্রিয়েশন নামে দুটি ক্লাব। এবছর বৃহত্তম পুজোর স্বার্থে দুটি ক্লাব যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়েছে। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোপাল সাহার ঐকান্তিক অনুরোধ এবং সহযোগিতায় বিশ্বের বৃহত্তম সরস্বতী পূজার আয়োজন হতে চলেছে। উদ্যোক্তরা জানাচ্ছেন, বাটা নিউল্যান্ডের মাঠে

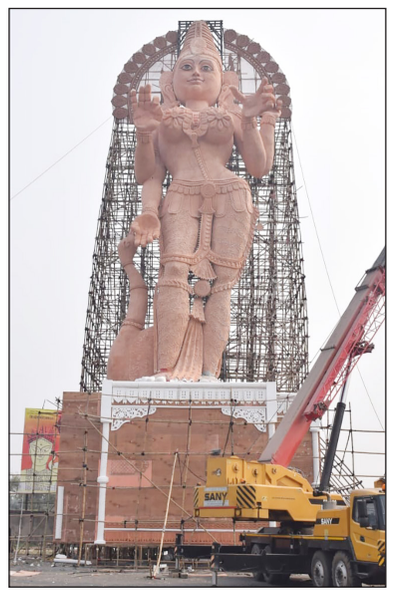

দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান। এবার হয়তো সরস্বতী পুজোয় সেই ভিড়ের রেকর্ড ভেঙে যেতে পারে। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে মেলাও বসবে মাঠ জুড়ে। জানা যাচ্ছে প্রতিমা শিল্পীর নাম পশ্চিম মেদিনীপুরের সোমনাথ তামলি। বাঁশ, বাখারি, চট ও থার্মোকল দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করা হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের বৃহত্তম সরস্বতী পুজোর উদ্বোধন হবে বাটানগর নিউল্যান্ডের মাঠে। পঞ্জিকা মেনে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি বাগদেবীর আরাধনা হবে। প্রতিমার উচ্চতা নিয়ে আইনি অনেক জটিলতাও থাকে। তবে উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন প্রশাসনের সবুজ সংকেত নিয়েই তারা এই পূজার আয়োজন করেছে। দর্শণার্থীদের দেখতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় এবং শান্তি–শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় থাকে সে ব্যাপারেও উদ্যোক্তারা তৎপর হয়েছেন।

ছবি : অরুণ লোধ

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

শক্তি সরকার কি বাদ পড়ছেন?

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ আগামী এম পি নির্বাচনে ২৪ পরগণা জেলার এম পি শ্রী শক্তি সরকার মনোনয়ন পাচ্ছেন না। প্রকাশ, পশ্চিম বাংলার ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত খসড়াটি মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লীতে পেশ করেন তখন শ্রী সরকার তার তীব্র – বিরোধিতা করেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘরে শ্রীমতী পূরবী মুখার্জীর উপস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী জোর গলায় বলেন, 'দেখবো আগামী নির্বাচনে শক্তি সরকার কিভাবে মনোনয়ন পায়।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতান্তর ও মনান্তরের ফলস্বরূপ শক্তি সরকারকে হটে যেতে হচ্ছে। তবে ইদানীং শ্রী সরকারকে প্রায়ই মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী তরুন কান্তি ঘোষের ঘরে ঘোরা ফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

৯ম বর্ষ, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, শনিবার, ১০ সংখ্যা

বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা,অসহায় হাজার হাজার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা! যেন ভুতুড়ে বাড়ি। সন্ধ্যা হলেই চলে মদ, গাঁজা ও জুয়ার আসর। স্বাস্থ্য পরিষেবা না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ।

গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিগত প্রায় ৫০ বছর আগে গড়ে তোলা হয়েছিল একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ে। শম্ভুনগর, চুনাখালি, গাববেড়িয়া, দাউদপুর, ডুগডুগি সহ অন্যান্য এলাকার সাধারণ মানুষকে নদী পেরিয়ে প্রায় ৩০ কিমি পথ অতিক্রম করে যেতে হয় ক্যানিংয়ে। যদিও পরবর্তী সময়ে ২০১৬ সালে জরাজীর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই নির্মিত হয় নতুন বিল্ডিং। সেখানে চিকিৎসক আসেন না। দরজা বন্ধ। তালায় ধরেছে মরচে। এমনকী স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন একটি পানীয় জলের নলকূপও অকেজো। এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি, হাসপাতালে কেউ আসে না। চিকিৎসা করবে কে? সমস্যা হলে নদী পেরিয়ে ক্যানিং কিংবা কলকাতায় যেতে হয়। এছাড়াও রাতে আরো সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। অগত্যা প্রাণের তাগিদে ক্যানিং মহকুমা কিংবা গোসাবা ব্লক হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হয়। এবিষয়ে স্থানীয় শম্ভুনগর পঞ্চায়েত উপপ্রধান বরুণ প্রামাণিক(চিত্ত) জানিয়েছেন, 'এলাকার সাধারণ মানুষ নুন্যতম স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। আগামীদিনে সাধারণ মানুষ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য বিষয়টি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ সভাধিপতির নজরে আনবো।'

সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল জানিয়েছেন, 'শম্ভুনগর পঞ্চায়েত এলাকায় যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, সে সম্পর্কে খুব দ্রুত খোঁজ খবর নেব। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য গঙ্গাসাগর মেলার পর খতিয়ে দেখে সেখানে যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হয় তার ব্যবস্থাও গ্রহণ করবো।'

বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ গোসাবার মৎস্যজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ হলেন এক মৎস্যজীবি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের ঝিলা জঙ্গলে। নিখোঁজ মৎস্যজীবির নাম অসীম মণ্ডল(৫৮)। বাড়ি সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের কুমিরমারী ঘোলা এলাকায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার কুমিরমারী গ্রাম থেকে অসীম ও তার ৩ সঙ্গীসাথী নৌকা করে সুন্দরবন জঙ্গলে পাড়ি দিয়েছিলেন কাঁকড়া ধরার জন্য। বৃহস্পতিবার ভোররাতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে সকলের অলক্ষ্যে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে অসীমের ঘাড়ে। তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে তিন সঙ্গী গাছের ডাল ভেঙে আর নৌকার বৈঠা নিয়ে সঙ্গীকে বাঘের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক সময়

বাঘ অসীমকে ছেড়ে বাকি ৩ জনকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ৩ মৎস্যজীবি পালিয়ে নৌকায় উঠে পড়ে। অন্যদিকে, বাঘ তার শিকার নিয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসে তিনজন দুর্ঘটনার খবর দেয় মণ্ডল পরিবারকে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোকে কান্নায় পড়ে নিখোঁজ মৎস্যজীবির স্ত্রী অনিতা ও ১ ছেলে ২ মেয়ে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি – ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

নিয়োগে সুপ্রিম হোক মানবিক

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা জগতে একের পর এক সুনামি আছড়ে পড়েছে। রাজ্যবাসী ও দেশবাসী দেখেছে কীভাবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও তার পরিচিতার সৌজন্যে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে আধুনিক ফ্লাটের আনাচে কানাচে। ক্ষোভ–বিক্ষোভ স্তিমিত হয়েছে। চলছে আইনী লড়াইয়ের দীর্ঘ দিনব্যাপী অনিশ্চয়তার পর্ব। ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে যে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তা অভূতপূর্ব। সাদা খাতায় চাকরি, ঘুষ দিয়ে চাকরি, অযোগ্যকে চাকরি ইত্যাদি নানা অভিযোগ, অনুযোগ প্রত্যাভিঘাত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকা ও তাদের পরিজনদের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছে। সমাজে তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয়েছে। নেপথ্যে রয়ে গেছে দুর্নীতির হিমশৈলকে আড়াল করার রাজনীতি কৌশল। গণমাধ্যমে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতি ও ব্যর্থতাকে গৌণ করে দেওয়া হয়েছে। আইনী পরিভাষায় 'বেনিফিট অব ডাউট' এর যে বার্তা যা ২৬ হাজারের পক্ষে যায় তা উপেক্ষিত হল। রাজনীতির যাঁতা কলে বাংলার শিক্ষা জগতের এমন অভাবনীয় কেলেঙ্কারী অভূতপূর্ব। এমনটাই রাজ্যের বহু শিক্ষাবিদের বক্তব্য। আইনী দিকটিকে যদি একঝলক দেখা যায় তা হলে স্পষ্ট হয় যে, স্কুল সার্ভিস কমিশন যে তথ্য দিয়েছে বা সিবিআই যে তথ্য খুঁজে পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে চার হাজার নিয়োগ স্বচ্ছ ছিল না।

সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চয়ই সামগ্রিক বিষয়টি মানবিক দিক দিয়ে বিবেচনা করবেন। চার হাজারের জন্য বাইশ হাজারকে অভিযুক্ত করা যায় না। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তাঁরা সুনামের সঙ্গে পাঠদান করে চলেছেন। যে বা যাদের দোষে বিশাল সংখ্যক শিক্ষককে কাঠগোড়ায় তোলার অপচেষ্টা হয়েছে তাদের আরো বৃহত্তর পরিসরে আইনের আওতায় আনা হোক। শুধু মাথা নয়, সমস্ত সাকরেদ যারা এই অপরাধের সঙ্গে কম বেশি যুক্ত তাদের চাকরি বিচার্যের পরিসরে আনা হোক।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে বিবেচ্য হওয়া দরকার। রাজনৈতিক দল আসবে যাবে, কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে যদি না কোন সম্মানজনক সমাধান হয় তা হলে সমাজে এবং শিক্ষামহলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হবে তা কয়েক দশক ধরে বহন করতে হবে। আদালতের ন্যায্য রায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বাংলা। যারা অন্যায় করেছে তারা শাস্তি পাক কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের অবকাশে যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের থেকে পাঠ গ্রহণে বঞ্চিত হতে হবে বিশাল ছাত্র সমাজকে, যা ক্ষমার অযোগ্য।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

কারণ কর্মবীজরূপ মনের প্রকাশের পরেই কর্ম করা হয়, এবং কৃত কর্ম ফল প্রসব করে। ব্রহ্ম হতে যখন মন নামক তত্ত্ব উদিত হয়েছে, তখন থেকেই জীবের কর্ম উত্থিত হয়েছে। এবং তৎক্ষণাৎ জীব শরীর ধারণ করেছে। সুতরাং কর্ম এবং মন অতি সম্পৃক্ত। স্পন্দনমূলক ক্রিয়াকে বিজ্ঞগণ কর্ম বলেন, এবং স্পন্দনরূপ কর্মের আপেক্ষিক আশ্রয় শরীর হলেও আসল আশ্রয় তো সেই মনই। সুতরাং কর্ম এবং মন এক ও অভিন্ন। কৃতকর্মের ফলও কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়। জগতবিহীন স্থানেই একমাত্র কর্মফল থাকে না। প্রাক্তন ও ঐহিক কর্ম কখনও নিস্ফলা হয় না। স্পন্দনশীল মন, কর্ম এবং কর্মফল পরস্পর সম্পৃক্ত। মনের স্পন্দন যদি বিলীন হয় তবে মন আর মন থাকে না, মন না থাকলে কর্ম থাকে না, কর্ম না থাকলে ফল উৎপন্ন হয় না। একমাত্র মুক্ত পুরুষের ক্ষেত্রেই এমন সম্ভব হয়। তাঁরা সর্বদা সমাহিতমনা, তাই কর্ম করেও তাঁরা ফলভোগী হন না। ভাবনা হল মন, ভাবনাতে ধর্ম– অধর্ম, পাপ–পুন্য ইত্যাদি কর্মের বীজ অব্যক্ত থাকে। সেই অব্যক্ত বীজ কর্মরূপে ব্যক্ত হলে সেই অনুযায়ী ফলাফল উৎপন্ন হয়। আতিবাহিক দেহের অন্তর্গত থাকে মন। বিভিন্ন দেহে জীবের জন্ম হলেও, প্রাক্তন সংস্কার অনুসরণে কর্ম এবং প্রাক্তন কর্মের অভুক্ত ফল জীবকে অনুসরণ করে। সুতরাং কর্মীকে কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। রাম বললে, মন তাহলে জড় হয়েও জড় নয়। সঙ্কল্পময় মনের স্বরূপ তাহলে কি? বশিষ্ঠ বললেন, অনন্ত এবং সর্বশক্তিসম্পন্ন আত্মতত্ত্বের সঙ্কল্পশক্তির প্রভাবে আবির্ভূত রূপকে মন বলে। সৎ–অসৎ উভয়াবস্থাতে একরূপ থাকার অক্ষমতাকে সঙ্কল্পাত্মক মন বলে। মন চিৎস্বরূপে সঙ্কল্প প্রভাবে প্রকাশমান হয়। 'চিৎ স্বরূপে প্রকাশমান, চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু জানি না, আমিই কর্তা' এমন নিশ্চয়কে মন বলে। এই হল মনের স্বরূপ। অগ্নি এবং দাহিকাশক্তি যেমন ভিন্ন নয়, তেমনই জীব, মন ও কর্মও ভিন্ন নয়। চিত্তরূপী মন ফলোৎপাদক কর্ম দ্বারা নিজের সঙ্কল্পময় শরীরকে বিস্তৃত করে। চিৎশক্তি যখন নিজের চিৎস্বরূপতা ত্যাগ করে চেত্যের অর্থাৎ বাহ্য উপলব্ধির আকার গ্রহণ করে অর্থাৎ নিজেকে বাহ্যরূপে কল্পনা করে, তখন চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, সংসার, কল্পনা, কর্ম, অবিদ্যা, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, মায়া, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার উপযুক্ত হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

1977 সালে কুম্ভ মেলায় শ্রীল প্রভুপাদ

কন্যা ভ্রূণ হত্যা হিন্দি বলয়ে বেশি

আরিফুল ইসলাম

কন্যা ভ্রূণ হত্যা রুখতে ভারতবর্ষে একটা কড়া আইন থাকা সত্ত্বেও এদেশে গত চার দশকে নবজাতকদের মধ্যে কন্যা সন্তানদের হার ৫৪ শতাংশ থেকে ৫১.২ শতাংশে নেমে এসেছে। অতি সম্প্রতি এই খবর জানিয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা সংস্থা। ওই গবেষণা সংস্থা আরও বলেছে, এদেশে আইন থাকা সত্ত্বেও গত বেশ কিছু বছর ধরে কন্যা ভ্রূণ হত্যায় এদেশের স্থান বরাবরের মতো উপরে রয়েছে। আর এই অবাঞ্ছিত উচ্চতা থেকে ভারত কবে নীচে নামবে, তা আমাদের বিশেষজ্ঞরা কেউ সঠিক করে বলতে পারছেন না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওই গবেষণার খবর প্রকাশের পর কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রক কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। এমনকী মানুষকে কোনও দিশা দেখানোও তাদের কাছে দুর অস্ত। "বেটি–বাঁচাও–বেটি–পড়াও এই স্লোগানেই যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সীমাবদ্ধ থেকেছে, তা আজ জোরালো ভাবে প্রমাণিত।

গত বছর দুয়েক যাবৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'পিউ রিসার্চ সেন্টার নামক এই গবেষণা সংস্থা এই বিষয়ে গবেষণা করে একটি প্রতিবেদনের মধ্যে জানিয়েছে গত দুই দশকে ভারতবর্ষে ১১০ জন কন্যা শিশুর জন্মের অনুপাতে ১১৪ জন পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। যা চিন(১১৫), আর্মেনিয়া(১১৪) এবং ভিয়েতনাম(১১১) দেশে সঙ্গে তুলনা চলে।

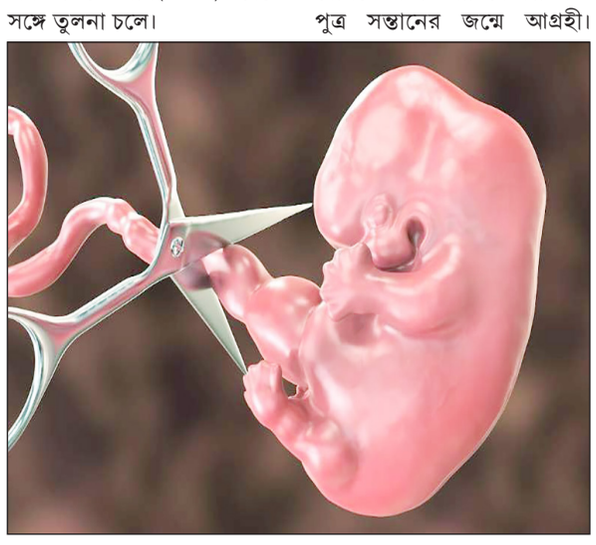

উল্লেখযোগ্য, ১৯৯৪ সালে ভারতবর্ষে আইন করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিষিদ্ধ করা হলেও আজও বহু জায়গায় এই প্রক্রিয়া যে চালু আছে এই গবেষণা তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা এবং আলট্রাসাউন্ড সহ প্রাক জন্ম লিঙ্গ নির্ণয় প্রযুক্তির প্রসার যে এই প্রবণতার পিছনে কাজ করেছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

লক্ষ্যণীয় এই যে, সারা দেশের ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে পুত্র সন্তানের হার এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি। এর অর্থ আর্থিক ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রভাব খাটিয়ে কাঙ্ক্ষিত পুত্র সন্তানের জন্মে আগ্রহী। অর্থাৎ কন্যা ভ্রূণ হত্যা তারা যে নিয়মিত ঘটাচ্ছে এটা গবেষণা ইঙ্গিত করে। জন হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অফ পাবলিক হেল্‌থের অধ্যাপক ও গবেষণা দলের প্রধান দিবাকর মোহন বলেন, আইন ও নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পরেও অনেক জায়গায় প্রাক জন্ম লিঙ্গ নির্ধারণ গোপনে চলছে। আর্থিকভাবে সচ্ছল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সহজেই এই সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন। দেখা যায় ১৯৯৫–২০০৩ সালের সময় সীমায় পুত্র সন্তানের উচ্চ হারের জন্য ধনী পরিবারগুলোকে চোখ বুজে দায়ী করা যায়। ২০১২–২০২১ সালের সময় সীমায় দেখা গিয়েছে উচ্চবিত্ত পরিবারের নবজাতকদের মধ্যে পুত্র সন্তানের হার ছিল ৫২.৮ শতাংশ, মধ্যবিত্ত পরিবারের ৫২.১ শতাংশ এবং দরিদ্র পরিবারের ৫১.১ শতাংশ। এখানেই উল্লেখ্য পাঞ্জাব হরিয়ানাসহ উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি শতাংশের এই হারকে ছাপিয়ে গিয়েছে। তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই গবেষণা সংস্থা এটাও জানিয়েছে ২০১১–২০২১ সময়সীমায় সার্বিকভাবে সারা দেশে গড় হার কিছুটা হলেও কমেছে।

তবে গবেষক দলের প্রধান দিবাকর মোহন এটাও জানাতে ভোলেননি যে, লিঙ্গ বৈষম্য কন্যা সন্তানদের প্রতি একশ্রেণির সমাজ, ধনী পরিবার এবং হিন্দি বলয়ে এখনও একটা বড় লড়াই। তবে তাঁরা এটাও স্বীকার করেছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 'বেটী–বাঁচাও–বেটী–পড়াও' এই কর্মসূচি ও স্লোগান না তুললে বিগত দশ বছরে এই কন্যা ভ্রূণ হত্যার হার অনেকাংশে বৃদ্ধি পেত, সুতরাং এটা জারি রাখাই কাম্য।

সিজিএসটির নগদ লেনদেনে ভারতীয় আইনই জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে

সুবীর পাল

একেই বলে, নিজের বলবৎ করা আইন নিজেই অমান্য করে।

হ্যাঁ শুনতে অবাক লাগলেও এটাই বাস্তব। অনেকটা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার মতো অবস্থা যাকে বলে। এ প্রসঙ্গে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে আলোচনার আতস কাঁচের নিচে অবশ্যই টেনে আনা যায় সিজিএসটি বা সেন্ট্রাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্সকে।

দেশের আইন অনুসারে ২৬৯ এসটি ধারা অনুযায়ী একদিনে ভারতীয় মুদ্রায় নগদে দুই লক্ষ টাকার বেশি লেনদেন করা যায় না। অন্যথায় সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি লেনদেন হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে। অনন্ত কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় সুপারিশেই এমনতর আইন দেশব্যাপী লাগু করা হয়েছে। অথচ জিএসটি (গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স)র রেভিনিউ আদায়ের একটি অতি বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মকে মানেই না কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের সরাসরি নিয়ন্ত্রিত সিজিএসটি। প্রয়োজন পড়লে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ২৬৯ এসটি ধারা উপেক্ষা করে একদিনে কোটি কোটি টাকা লেনদেন করা হয়।

বিষয়টা এরকম, জিএসটি সংক্রান্ত রেভিনিউ সঠিক মাত্রায় আদায়ের জন্য সদা জাগ্রত সারা দেশের সিজিএসটির সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা। যাতে কেউ বা কোনও সংস্থা জিএসটি ফাঁকি না দিতে পারে তারজন্য নানা সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সিজিএসটি আধিকারিকেরা নিয়মিত অভিযানও চালিয়ে থাকেন। এমনকী ক্ষমাযোগ্য রকমারি আকর্ষণীয় নিয়মানুযায়ী স্কীমও লাগু করা হয়েছে রেভিনিউ আদায়পর্ব সম্পূর্ণ পর্যায়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে। তবু এতো কিছু প্রচেষ্টার পড়েও জিএসটি ফাঁকি দেবার প্রবণতা সারা দেশেও এখনও উল্লেখযোগ্য হারে বিদ্যমান থেকে গেছে।

এ বিষয়ে কলকাতা জোনের চিফ কমিশনার (সিজিএসটি) শ্রাবণ কুমার বলেন, জিএসটি ফাঁকি রুখতে আমাদের হামেশাই বিভিন্ন গোপন সোর্সের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা শেষ ৩ মাসের মধ্যে ৮০০ কোটি টাকার ফাঁকি দেওয়া জিএসটির রেভিনিউ আদায় করেছি। এই কান্ডে এখনও পর্যন্ত ৮জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোর্সদের কি কোনও উপহার দেওয়া হয়? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, না আমরা কখনই প্রকাশ্যে কোনও সফল সোর্সকে প্রকাশ্যে উপহার প্রদান করি না। এ'ব্যাপারে সোর্সের ব্যক্তি সুরক্ষার কথা পর্যালোচনা করে পুরো বিষয়ে চূড়ান্ত গোপনীয়তা আমরা মেনে চলি। বিনিময়ে আমরা সোর্সকে নগদ টাকা হাতে হাতে প্রদান করি পুরস্কার হিসেবে। সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক লেনদেন ও ডিজিটাল পেমেন্ট আমরা এড়িয়ে চলি। সোর্সের সুরক্ষার স্বার্থে। এমনও উদাহরণ আছে একদিনে একত্রে নগদে আমরা কোটি টাকার উপরে পুরস্কৃত করেছি কোনও কোনও সোর্সকে। মোট আদায়কৃত রেভেনিউয়ের ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ অর্থ আমরা নগদে পুরস্কার হিসেবে ধার্য করি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

একইসঙ্গে তিনি এও বলেন, কেউ গোপনে অভিযোগ করলেই আমরা নগদ পুরস্কার দিই না। অভিযোগটা যথার্থ ও প্রমাণ সাপেক্ষ কিনা সেটা যাচাই করতে হয়। আবার এমনও দেখা গেছে কেউ জিএসটি রেভিনিউ প্রদান করার আগে নগদে কমিশন পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে ড্যামি সোর্স দাঁড় করিয়ে দেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে। সেক্ষেত্রে আমরা ড্যামি সোর্স পুরোপুরি এড়িয়ে চলি। তাছাড়া কোনও প্রতিষ্ঠানকে আমরা সোর্স হিসেবে নগদ পুরস্কার দিই না। সোর্স আমাদের কাছে পুরোটাই ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়।

প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল কলকাতা নর্থের অ্যাডিশনাল কমিশনার (সিজিএসটি) প্রকাশ বোরগোহেনের কণ্ঠে। তাঁর বক্তব্য, যথার্থ সোর্সকে আমরা নূন্যতম ১০ শতাংশ নগদ অর্থ পুরস্কার দিয়ে থাকি। সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ দেওয়া হয়। নালিশের মান, প্রামাণ্য নথি ও রেভিনিউ আদায়ের আর্থিক সংখ্যার ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের শতাংশের পরিমাণ নির্ভর করে। আবার আগের থেকে চলমান কোনও তদন্তের উপর পুরস্কার কাউকে দেওয়া হয় না। জিএসটি ফাঁকি সংক্রান্ত সম্পূর্ণ নতুন অভিযোগকেই স্রেফ পুরস্কারের আওতায় আনা হয়। গোপনীয়তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনও সোর্স আমাদের দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট আধিকারিকই সোর্স সম্পর্কে সংযোগ রক্ষা করেন। এখানে অন্য কোনও আধিকারিকের ভূমিকা একদম থাকে না। সোর্সের নাম ও ঠিকানা রেকর্ড করারও রীতি নেই দপ্তরে। দুটি বিশেষ ফর্মে নালিশের বিস্তারিত নথিভুক্ত করা থাকে। আর সোর্সের একমাত্র ফিঙ্গার প্রিন্ট ওই ফর্মে নেওয়া হয়। একটি ফর্ম গচ্ছিত রাখা হয় সোর্সের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী আধিকারিকের কাছে। অন্যটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় নয়াদিল্লির সদর দপ্তরের সিজিএসটি কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েটের কাছে। আসলে সোর্সের পরিচয় সম্পর্কে আমরা সর্বোচ্চ স্তরে গোপনীয়তা বজায় রাখি।

দেশ দেশান্তরে

সরানো হচ্ছে মোনাসিলাকে

সুমন্ত ভৌমিক

প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত ল্যুভর জাদুঘরের সংস্কার কাজ এবং নতুন নির্মাণকাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ওই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সেখানে থাকা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা চিত্রকর্ম মোনালিসা নতুন একটি প্রদর্শনী স্থানে সরিয়ে নেওয়া হবে। এই প্রকল্পের অধীনে ল্যুভর জাদুঘরে প্রবেশের জন্য দ্বিতীয় একটি ঢোকার পথ তৈরি করা হবে। জাদুঘরে আসা দর্শনার্থীদের বাড়তি চাপ সামাল দিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০৩১ সালে নতুন প্রদর্শনী স্থান খুলে দেওয়া হবে এবং মোনালিসাকে দেখতে হলে দর্শনার্থীদের আলাদা করে টিকিট কাটতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ল্যুভর জাদুঘরের দ্বিতীয় প্রবেশ দ্বারের নকশা চূড়ান্ত করা হবে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ গত মঙ্গলবার ল্যুভর জাদুঘরে মোনালিসার সামনে দাঁড়িয়ে তার নতুন রেনেসাঁ প্রকল্পের রূপরেখা ঘোষণার সময় এসব কথা বলেন। সম্প্রতি ল্যুভরের পরিচালক লোরঁস দে কার জাদুঘরটির অবস্থা নিয়ে সতর্ক করে ফ্রান্স সরকারকে একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে তিনি দর্শনার্থীদের অতিরিক্ত ভিড় এবং জাদুঘর ভবনের অবস্থার কথা তুলে ধরেন। ১৯৮৯ সাল থেকে জাদুঘরটির ভেতরে প্রবেশের একটিই প্রবেশ পথ এবং অবকাঠামোগত দিক দিয়ে সেটি আর অতিরিক্ত দর্শনার্থীর চাপ সামলানোর মতো অবস্থায় নেই। বর্তমানে বছরে ৯০ লাখের বেশি দর্শনার্থী জাদুঘরে আসেন। এ মাসের শুরুতে ফ্রান্স সরকার এই চিঠি প্রকাশ করে। চিঠিতে আরও বলা হয়, সবার দৃষ্টিতে, মোনালিসার উপস্থাপনা... এমন একটি বিষয়, যা আরও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রতিদিন গড়ে ৩০ হাজার দর্শনার্থী জাদুঘরে আসেন। তাঁদের তিন–চতুর্থাংশই লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা দেখতে যান। এবং তাদের মোনালিসা দেখার অভিজ্ঞতা রীতিমতো ধৈর্যের পরীক্ষায় পরিণত হয়। দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা মোনালিসার সামনে যাওয়ার সুযোগ পান এবং সেটি দেখা এবং ছবি তোলার জন্য গড়ে ৫০ সেকেন্ড সময় লাগে। নতুন প্রবেশ দ্বার দিয়ে সরাসরি ভূগর্ভস্থ নতুন প্রদর্শনী স্থলগুলোতে চলে যাওয়া যাবে। সেখান থেকেই যাওয়া যাবে পিরামিড ভবনের ভেতরের দিকে অংশে। মাখোঁ বলেছেন, মোনালিসাকে বর্তমান স্থান থেকে সরিয়ে নেওয়া হলে জাদুঘরে সেটিকে ঠিকমতো প্রদর্শন করা যাবে। দর্শনার্থীদের জন্য অন্যসব বিখ্যাত চিত্রকর্ম দেখাও সহজ হবে, যেগুলো বেশির ভাগ সময় অদেখাই থেকে যায়। এ ছাড়া জাদুঘর ভ্রমণে আসা দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ মূল্যেও পরিবর্তন আসছে। আগামী বছর জানুয়ারি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের বাসিন্দা নন, এমন ব্যক্তিদের জাদুঘর প্রবেশে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হবে। যুক্তরাজ্যের নাগরিকদেরও বাড়তি অর্থ দিতে হবে। এই সংস্থার এবং নতুন নির্মাণকাজে কয়েক শ কোটি ইউরো ব্যয় হবে। টিকিট বিক্রির অর্থ, অনুদান এবং জাদুঘরটির পৃষ্ঠপোষক ল্যুভর আবু ধাবি থেকে এই অর্থ আসবে।

দক্ষিণ সুদানে বিধ্বস্ত উড়োজাহাজ

গত বুধবার আফ্রিকার দেশ দক্ষিণ সুদানে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ২০ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির ইউনিটি প্রদেশে এ ঘটনা ঘটেছে। ছোট আকারের ওই উড়োজাহাজটিতে গ্রেটার পাইওনিয়ার অপারেটিং কোম্পানি নামের একটি জ্বালানি তেল প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ছিলেন। উড়োজাহাজটিতে অবস্থান করা প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদেরা নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ সুদানের প্রেসিডেন্ট সালভা কির। দুর্ঘটনার কারণ জানতে দ্রুত তদন্ত শুরু করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইউনিটি প্রদেশের তথ্যমন্ত্রী গ্যাটওয়েচ বিপাল বলেন, উড়োজাহাজটি রাজধানী জুবার উদ্দেশে যাত্রা করার কথা ছিল। তবে আকাশে ওড়ার সময় সেটি বিধ্বস্ত হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চিনের ২জন এবং ভারতের একজন নাগরিক রয়েছেন।

বিগত বছরগুলোয় দক্ষিণ সুদানে বেশ কয়েকটি উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে যাত্রীবাহী একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ১৯ জন নিহত হন। উড়োজাহাজটি জুবা থেকে ইরোল শহরে যাচ্ছিল। ২০১৫ সালে জুবা বিমানবন্দর থেকে আকাশে ওড়ার পর পণ্যবাহী একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়। ওই দুর্ঘটনায় উড়োজাহাজটিতে থাকা বেশ কয়েকজন আরোহী নিহত হন।

পাঠকের কলমে

বড়মহরা যতীন্দ্র বিদ্যাপীঠে পুনরায় বিজ্ঞান শাখা চালু করা হোক

উলুবেড়িয়া মহকুমায় প্রথম ১৯৭৬ সালে আমতার বড়মহরা যতীন্দ্র বিদ্যাপীঠে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শাখায় পঠনপাঠন শুরু হয়। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী বছর ধরে চলার পর গত ৪–৫ বছর ধরে বিজ্ঞান শাখায় পঠনপাঠন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। একটা সময় স্থানীয় চাকপোতা, বড়মহরা, কুরিট, কোটালপাড়া, পুঁটখালি, মল্লগ্রাম, ছোটমহরা সহ দূরবর্তী আমতা, রসপুর, খোশালপুর, আনুলিয়া, বানেশ্বরপুর ইত্যাদি গ্রামের অনেক ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনা করে সফলতা পেয়েছেন।

প্রাচীন এই বিদ্যালয়ে এখনও আছে উন্নত মানের সায়েন্স ল্যাবরেটরি, আছে স্থানীয় বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনা করার জন্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী।

তাই আমাদের প্রস্তাব বড়মহরা যতীন্দ্র বিদ্যাপীঠে পুনরায় চালু করা হোক বিজ্ঞান শাখায় পঠনপাঠন। এই বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না
হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

রামরাজাতলা স্টেশনের শৌচালয়ে তালা

দক্ষিণ পূর্ব রেলের এক জনবহুল স্টেশন রামরাজাতলা। করোনাকাল থেকে এই স্টেশনের ৩ এবং ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে অবস্থিত পুরুষ ও মহিলা শৌচালয়ে তালা। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় অপরিস্কার শৌচালয়ের ভিতর ও বাহিরে দখল নিয়েছে নানা আগাছা। এদিকে শৌচালয় না পেয়ে সমস্যায় রেল যাত্রীরা। খুবই অসুবিধায় ভোগেন মহিলা ও বয়স্করা। স্বচ্ছ ভারত মিশন কি রেল স্টেশনের বাহিরে? যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে অবিলম্বে রামরাজাতলা স্টেশনের শৌচালয়ের বন্ধ তালা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এই বিষয়ে রেলের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

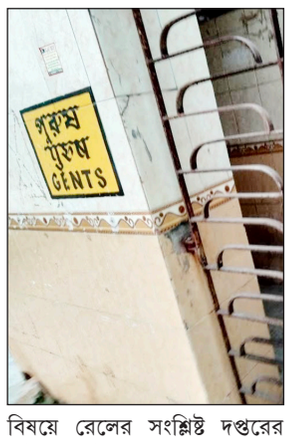

সুমন মুখোপাধ্যায়
রামরাজাতলা

টুকরো খবর

গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের পুস্তক দান

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: ঐতিহ্যবাহী শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তনীরা স্কুলেরই দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে বইপত্র তুলে দেয় স্থানীয় বাঘাযতীন পার্কে এক কোণে অবস্থিত বহু প্রাচীন ডাকগ্রাম ২ নম্বর জি এস এফ পি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত বুধবার। প্রাক্তনী গ্রুপের এক সদস্যা সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য জানান, ৩০ জন দরিদ্র পড়ুয়া যারা অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় বইপত্র কিনতে পারছে না তাদের হাতে প্রয়োজনীয় বইপত্র তুলে দেওয়া হয়। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি প্রতিবছর করে চলেছি। বই পেয়ে খুবই খুশি পড়ুয়ারা।

সরস্বতী পুজোয় ধুমধাম

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : বিগ বাজারের দুর্গাপুজো কালীপুজো গণেশ পুজো জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে থাকে শিলিগুড়িতে। এবার হচ্ছে সরস্বতী পুজোও। নজরুল সরণি পাকুরতলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় শিলিগুড়ির বুকে প্রথম বিগ বাজারের সরস্বতী পুজো হতে চলেছে। পরিচালনায় নজরুল সরণী যুব সমিতি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি রয়েছে পুজোর উদ্বোধন, পরের দিন সরস্বতী পুজো। তারপর দিন মহাপ্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি, এরপরে দিন অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখ রয়েছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রতিমা নিরঞ্জন। বাজেট ৬ লক্ষ টাকা। কাল্পনিক মণ্ডপের আদলে তৈরি হচ্ছে পুজো মণ্ডপ। তারা আরো জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির প্রতিমা বিশেষ নজর কাড়বে।

গান্ধী প্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ দিবস পালিত হল।

২৯ জানুয়ারি সকাল আটটা নাগাদ বালুরঘাট শহরের রবীন্দ্রভবন মঞ্চে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের লক্ষ্য থেকে একটি সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাজেশ কুমার মণ্ডল, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মী পার্থ গোস্বামী, বৈশিষ্ট্য চিত্র সাংবাদিক রতন দে সহ অন্যান্যরা।

এদিন এই প্রার্থনা সভায় গীতা পাঠ করেন গীতা পাঠক সঞ্চিতা গোস্বামী, ইমাম রুহুল আমিন, বাইবেল পাঠ করেন রেবারেন্ড অমৃত মণ্ডল। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন দীপ্তি বসাক তবলাই তাকে যোগ্য সঙ্গত দেন মানব বিশ্বাস। গীতা পাঠ কুরআন পাঠ ও বাইবেল পাঠ শেষে রামধনু সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি হয়।

উন্নয়ন নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাজী হালিমা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের গতিশীলতা নিয়ে দুদিন ব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। এই কর্মশালায় নেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বেতা সংক্ষিপ্তায়ন, ভারতীয় চা পর্ষদের ডেপুটি ডিরেক্টর সুবীর হাজরা, এছাড়াও এতদ অঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষাশি সংগঠনের কর্ণধার বিজয় গোপাল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যৎ পর্যটন, শিক্ষা, কৃষি এমনকী স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই কর্মশালায় আলোকপাত করা হয়।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ পর্যন্ত এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বয়স্ক মানুষদের জন্য তাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য নীল নলিনী বিদ্যামন্দিরে একদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় দুয়ারে সরকার কর্মসূচি।

প্রাকৃতিক ও জৈব কৃষি নিয়ে জাতীয় সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: তপশিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের উদ্যাগে নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল প্রাকৃতিক ও জৈব কৃষি বিষয়ক জাতীয় সেমিনার।

পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রাকৃতিক ও জৈব চাষ, মৎস্য চাষ এবং নানা উদ্ভিদ প্রাণীজ সম্পদ নিয়ে কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। বিশ্ব উষ্ণায়ন বর্তমান বিশ্বে জলবায়ুর এক ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। পরিবেশে এর ব্যাপক প্রভাব আগামী দিনে ভয়ঙ্কর সংকটে ফেলবে। কৃষিক্ষেত্রে সার, কীটনাশক এবং হার্বিসাইডের মতো সিন্থেটিক রাসায়নিক ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন বাড়লেও এর নেতিবাচক প্রভাব আগামী দিনে কৃষিক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদকে কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায় তা নিয়েই এই সংস্থা গত তিন দশক ধরে কাজ করে চলেছে। গোবর, গোমূত্র এবং জৈব মালচের মতো সম্পদ ব্যবহার করে জীববৈচিত্র্যকে স্থিতিশীল করা এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করার প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে তপসিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র। দেশের ১৫টি রাজ্যের কৃষক, কৃষি-প্রযুক্তিবিদ, কৃষি-বিজ্ঞানী, প্রশাসনিক আধিকারিক ও কৃষি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞরা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা কৃষিক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানান। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সৌমেন কোলে সংস্থার নানা প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে দিয়ে গত তিন দশক ধরে এই সংস্থাকে বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত করেছেন। সৌমেন কোলে বলেন, আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারে চাষের খরচ ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু চাষিরা শ্রম ও ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চাষে খরচ কমানোর একমাত্র উপায়। এতে চাষি ও উপভোক্তা দুজনেই উপকৃত হবেন। আমাদের সংস্থার প্রতিনিধিরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাষিদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও নানা বিষয়ে সহায়তা দিচ্ছেন। প্রাকৃতিক ও জৈব চাষ স্বাস্থ্যকর। মানুষের নানা রোগ থেকে মুক্তি দিচ্ছে। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল দেশের সঙ্গে বিদেশেও চাহিদা বাড়ছে। বহু কৃষক বন্ধু এই ফসল রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করছে।' দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও বাংলা থেকে প্রায় তিনশো সদস্য এই সেমিনারে যোগদান করেন।

যুব বিনিময় অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ তম উপজাতি যুব বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ এবং নেহেরু যুব কেন্দ্র কলকাতা উত্তরের তত্ত্বধানে বারাসতের ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। কঙ্কার, নারায়ণপুর, ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলা, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলা এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের গড়চিরোলি জেলা থেকে অংশ নেওয়া যুবকদের সিআরপিএফ, বিএসএফ, আইটিবিপির কর্মকর্তারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে দেখায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আত্মবিশানন্দ মহারাজ, ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. শঙ্কর গাঙ্গুলী, ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মহুয়া পাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অবসরপ্রাপ্ত যৌথ সচিব প্রশান্ত মণ্ডল, এনওয়াইকেএসের রাজ্য পরিচালক আশোক সাহা, এনওয়াইকের উপ -পরিচালক দেবকুমার চ্যাটার্জি এবং এনওয়াইকে কলকাতা উত্তরের জেলা যুব কর্মকর্তা প্রিয়াঙ্কা ঘোষ।

১৬তম উপজাতি যুব বিনিময় কর্মসূচির সময়, বিভিন্ন অধিবেশনগুলির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় সংহতকরণ, দেশপ্রেম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ভারতীয় নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার, উপজাতি যুবকদের মূলধারার বিকাশ, মহিলাদের মূলধারার বিকাশ সম্পর্কে ধারণাগত জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করা হয়। উপজাতি যুবকরা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। উপজাতি যুবকদের বেলুর মঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বিবেকানন্দের বাড়ি, সায়েন্সসিটিতে ঘোরার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি চাক্ষুস করে। এছাড়াও সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশি রাজ্য তথা সিকিম, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা সহ কিছু জায়গার কিছু যুবদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় সীমানার যুব বিনিময় অনুষ্ঠান। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, খেলাধুলো, অনুষ্ঠান সহ এনডিআরফের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের।

কাটোয়ায় চলার পথে নেতাজি প্রণাম

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : নেতাজি বলতে আসমুদ্র হিমাচল আজও কোটি কোটি সাধারণ ভারতবাসীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে একজনেরই মুখ তিনি দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বসু। গত ২৩ জানুয়ারি দেশব্যাপী যথাযথ মর্যাদায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্মদিন উদযাপিত হল। এই উপলক্ষ্যে দেশের কোণায় কোণায় প্রশাসনের' পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহান দেশের এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে আবালবৃদ্ধবনিতারা। এসবের মধ্যেই নজর কেড়ে নিয়েছিল কাটোয়া জাগরীর অনবদ্য উদ্যোগ। কাটোয়া শহরের ব্যস্ততম কাছারি রোডে কার্যত পথচলতি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদযাপনের ভাবনা বর্তমান প্রজন্মের কাছে এককথায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জেলার বহুল চর্চিত সাংস্কৃতিক সংস্থা কাটোয়া জাগরী সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতাজির ভাবনাকে আরও ছড়িয়ে দিতেই এধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল। অন্যদিকে, নেতাজির জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে কাটোয়া ১ নং ব্লকের একাইহাটে নেতাজি সংঘের উদ্যোগে দু''দিন ব্যাপী নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দাঁইহাট পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির উদ্যোগে বিকিহাট লেক গার্ডেন্সে একটি রক্তদান শিবির আয়োজনের মাধ্যমে এই মহান দেশপ্রেমিক নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

মাঝেরহাট স্টেশনে বিশেষ কর্মসূচি

নরেন্দ্রনাথ কুলে: সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৭৬ তম সাধারণতন্ত্র দিবস যেমন পালন করল, তেমন মাঝেরহাট স্টেশনে পালিত হল

একটু অন্যভাবে। স্টেশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরেই পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য মুক্তি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক আঁকার কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্মে। ৬০ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। কর্মশালাটি পরিচালনা করেছেন 'অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস্' নামক মানবাধিকার কমিটির পক্ষ থেকে শুভঙ্কর চক্রবর্তী। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারী এমন ছাত্রদের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাদের মূলধারার পরিবেশে সাবলীল করে তোলাই এর লক্ষ্য বলে শুভঙ্করবাবু জানান। মুক্তি স্কুল থেকে শিশুদের সেইভাবে গড়ে তোলার কাজ করে চলেছে বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্রদীপ হালদার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাঝেরহাট স্টেশনের স্টেশন সুপারিন্টেনডেন্ট সন্দীপ কুমার মণ্ডল, মুক্তি স্কুলের সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস এবং মানবাধিকার সংগঠনের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ। কর্মশালার শেষে মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের হাতে মানপত্র ও অঙ্কন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

গোবরডাঙ্গা ছাড়ছেন আতঙ্কিত ষাটোর্দ্ধরা

প্রথম পাতার পর

দেশ স্বাধীন হলে গইপুরে মিত্র ও বসু পরিবার এখানে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য জমি দেন। সেই জমিতে ১৯৫৭ সালে এটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে পথচলা শুরু করে। ১৯৮৪ সালে রাজ্যের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য এখানে একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। ওই হাসপাতাল তৈরির জন্য আরো ৫ বিঘা জমি লাগবে বলে ঘোষণা করা হয়। পুরসভার পক্ষ থেকে জমি কিনেই স্বাস্থ্য দপ্তরকে দেওয়া হয়। অর্থ অনুমোদনও হয়। সেই টাকায় হাসপাতালের ভবনসহ নানা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ দে এখানে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল তৈরি নিয়ে আপত্তি তোলেন। ২০০১ সাল নাগাদ স্বাস্থ্য দপ্তর হাসপাতালটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করে। বলা হয়েছিল জেলা পরিষদকে ১ বছরের জন্য এই হাসপাতালটি দেওয়া হল। তারা ঠিক মতো পরিচালনা করতে না পারলে রাজ্য সরকার এই হাসপাতাল আবার নিয়ে নেবে। কিন্তু তারপর থেকেই ধীরে ধীরে হাসপাতালের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। জেলা পরিষদ হাসপাতাল আর চালাতে পারবে না বলে স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়ে দেয়। এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের হাসপাতালটি হাতে নিতে টিলেমি করে। পেট জেনারেল হাসপাতালের প্রতিশ্রুতিতে মোট প্রায় ১৬ বিঘা জমির উপর ৩০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে বিশাল ভবন নির্মাণের পাশাপাশি ডাক্তার কোয়াটার, নার্স কোয়াটার, স্টাফ কোয়াটার সহ যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি হয়। এই সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের গরিমসী চলাকালীন ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের পরিবর্তন হয়। তৃণমূল সরকার আসার পর ২০১৪ সালের ৪ নভেম্বর নোটিশ দিয়ে জানানো হয় হাসপাতালের শুধু আউটডোরে কিছু পরিষেবা চালু থাকবে। রোগী ভর্তি সহ অন্যান্য সব পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আউটডোরও বন্ধ হয়ে যায় অল্প দিন পরে। বন্ধ হাসপাতাল খোলার দাবিতে গোবরডাঙ্গা পুর উন্নয়ন পরিষদ সহ গোবরডাঙ্গার সাধারণ মানুষও আন্দোলনে শামিল হন। এমনকী ১২ ঘন্টার গোবরডাঙ্গা বন্ধ পালিত হয়। ২০২০ সালে করোনা পর্বে হাসপাতাল নতুন করে চালু হলেও করোনা পর্ব মিটতে আবার যে কে সেই।'

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন শিক্ষক ডাক্তার সুনীল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা প্রতিবারই শুনছি, খুব শীঘ্রই এটা চালু হবে। মুখ্যমন্ত্রীও কিছুদিন আগে বলেছিলেন, এটাকে চালু করা হবে। কিন্তু চালু হচ্ছে না।' স্থানীয় বাসিন্দা কিশোর দত্ত বলেন, 'এমন এমন রোগী আছেন হাবরা, বারাসাত, বনগাঁয় নিয়ে যেতে গেলে যে খরচ এবং যে সময় লাগে তা অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। ভয় হয় যে, রোগীকে বোধ হয় হাসপাতাল পর্যন্ত নিতে পারব না।' স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন শিক্ষক কালিপদ সরকার বলেন, 'এখানে হাসপাতালটা না থাকার কারণে আমি আমার বাবাকে বাঁচাতে পারিনি।' স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন পুরকর্মী প্রবীর কুমার রায় বলেন, 'এখানেই হাসপাতাল না থাকার কারণে সাধারণ ডায়রিয়া, সর্দি-কাশি, জ্বর হলেও চিন্তায় পড়ে যেতে হয়। কারণ গোবরডাঙ্গায় তেমন কোনও ডাক্তারও বসেন না। যাঁরা বসেন তাঁরা তো সীমিত সময়ের জন্য। তাও তাদের নিয়মিত পাওয়া যায় না।' স্থানীয় বাসিন্দা ভাস্কর দাস বলেন, 'গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল এখনও আমাদের কাছে মরীচিকার মতো। ইদানিং একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ষাটোর্দ্ধ মানুষের মধ্যে। যাদের সামর্থ্য বা বিকল্প থাকার অন্যত্র সুযোগ রয়েছে, তারা রাতবিরেতে অসুস্থ হলে বিপদের আশঙ্কায় গোবরডাঙ্গা ছেড়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে আমার পরিচিত ২জন তাদের একজন হলেন অলক রায়। তার কোনও সন্তানাদি না থাকায় বেলঘরিয়ায় শালিকার বাড়িতে চলে গিয়েছেন। আর অন্যজন প্রবীর মজুমদার। তাঁরা সস্ত্রীক উভয়ই আর এন টেগরের কাছে মেয়ের বাড়িতে উঠেছেন। কিছুদিন আগে গোবরডাঙ্গা পুরসভার পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত কাজের চাপে এক সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাকে তৎক্ষণাৎ প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরত্ব হাবরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করার পর জ্ঞান ফিরে। এই পুরোটা সময় তিনি অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিলেন। পুরসভার পুরপ্রধানের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কী হতে পারে?'

এ প্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর গোবরডাঙ্গা শাখার সম্পাদক ডাক্তার নারায়ণ চন্দ্র কর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'মানুষের জন্য ইমার্জেন্সি কিছু পরিষেবা, স্যালাইন বা এই জাতীয় কিছু ইনজেকশন, রেবিস ভ্যাকসিন কিংবা স্নেক বাইটের সমস্যা সহ রাত বিরেতে কোনও মানুষের হঠাৎ উদ্ভূত কোনও শারীরিক সমস্যায় এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।' এবিষয়ে গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পুরপ্রধান শঙ্কর দত্ত বলেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরে হাসপাতালটা বন্ধ। এ নিয়ে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি। স্বাস্থ্য দপ্তর, পুর বিষয়ক দপ্তর, জেলা দপ্তর সর্বস্তরেই কথাবার্তা হয়েছে। হাসপাতাল চালু হবার কথা। কিন্তু এখনো হয়ে ওঠেনি। সবকিছুর উর্দ্ধে যেটা, তা হল, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল চালু করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জেলা পরিষদের উদ্যোগে ডিএম অফিসে ইতিমধ্যেই কয়েকবার মিটিং সম্পন্ন হয়েছে। হস্তান্তরের একটা প্রক্রিয়া চলছে। এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে এই হাসপাতাল খুব শীঘ্র চালু হবে।' এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সমুদ্র সেনগুপ্তর দপ্তরে গিয়ে তাঁকে না পেয়ে ফোন করা হলেও তিনি প্রতিবেদকের ফোন ধরেননি।

৩ মাস পর গ্রন্থাগারে ঢুকলেন লাইব্রেরিয়ান

প্রথম পাতার পর

কিন্তু লাইব্রেরির এমনই ভগ্নদশা যে সেখানে গ্রন্থাগার পরিষেবা দেবার মতো পরিস্থিতি ছিল না। এমনকী লাইব্রেরীর ভিতরে প্রবেশ করার জন্য যে গেট আছে তার চাবিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গত তিন মাস ধরে সদ্যনিযুক্ত লাইব্রেরিয়ান বন্ধ লাইব্রেরীর বাইরে বসেই দিন কাটাচ্ছিলেন।

গত ১০ বছর ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে গ্রন্থাগারটি ভগ্ন স্তূপে পরিণত হয়েছিল। এমনকী গ্রন্থাগারটির পরিচালন কমিটিও বলে কিছু ছিল না। সম্প্রতি জানা গেল, গত সপ্তাহে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা স্থানীয় সারেঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে এব্যাপারে তৎপর হতে বলেন। ওই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সায়ন আলম জানান, গত সপ্তাহ থেকে আমি লাইব্রেরীর ভিতরে ঢুকে বসতে পারছি। এলাকার বিধায়ক শওকত মোল্লার নির্দেশে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এসে গ্রন্থাগারের দরজা খুলে দেন এবং নতুন চাবির ব্যবস্থা করেন। ভিতরেও বইপত্র রেখে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বেশ কিছু বই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি।

এমনকী বিধায়ক একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদকের নামও দিয়ে দিয়েছেন। বিডিও থেকে বলা হয়েছে খুব শীঘ্রই গ্রন্থাগারে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হবে। খুব শীঘ্রই বিডিও থেকে লোকজন এসে এই গ্রন্থাগারটি সংস্কারের জন্য একটি প্রকল্প করবেন বলে আশা দিয়েছেন। এলাকার সাধারণ গ্রামবাসীরা ও অত্যন্ত খুশি প্রশাসনের এই তৎপরতায়। গ্রামবাসীরা আগেই জানিয়েছিলেন উচিত ছিল আগে গ্রন্থাগারটি সংস্কার করা তারপরে এখানে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা। যাক এবারে আশা করা যায় ধীরে ধীরে সারেঙ্গাবাদ আদিবাসী গ্রন্থাগারের বেহাল দশা ঘুচবে।

ম্যানগ্রোভ কেটে অবৈধ ভেড়ি

প্রথম পাতার পর

খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মথুরাপুর দুনম্বর ব্লকের বিডিও নাজির হোসেন।

অন্যদিকে, এই বিষয় নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ বনদপ্তর এবং শাসকদলের মধ্যতেই দিনের পর দিন এইভাবে সুন্দরবনকে ধ্বংস করছে ম্যানগ্রোভ কেটে। প্রশাসন সে তো এখন তৃণমূল নেতাই পরিণত হয়েছে।

ভুয়ো জাতি শংসাপত্র দেখিয়ে ডাক্তারিতে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: পরমব্রত রায় 'নিট' দিয়ে ২০২৩ সালে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়। ডাক্তারি পড়ুয়া প্রথমে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর সাব-ডিভিশনাল অফিস থেকে ২০২৩ সালের ৫ জুন তারিখে এসসি অর্থাৎ তফসিলি জাতির শংসাপত্র সংগ্রহ করেন। মাত্র ২ মাসের ব্যবধানে আগস্ট মাসের ১১ তারিখে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট সাব-ডিভিশনাল অফিস থেকে তফসিলি উপজাতির শংসাপত্র সংগ্রহ করেন। এবং সেই শংসাপত্রের ভিত্তিতেই মেডিক্যালে ভর্তি হয়। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির অভিযোগ, ২০২৪ সালের জুলাই মাসের ৯ তারিখে বিসিডব্লু (ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার) বিভাগের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, পরমব্রতর তফশিলি উপজাতির শংসাপত্রটি বাতিল করা হয়েছে। তবুও তিনি এখনও মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে মেডিক্যাল কলেজের

প্রিন্সিপালের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে পড়ুয়ার ভর্তি বাতিল করতে বলা হয়। এই প্রেক্ষিতেই আদিবাসী সমিতির দাবি, যেহেতু অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং তাঁর জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করা হয়েছে, তাই ভর্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সদস্যদের দাবি, 'একজন ব্যক্তি কীভাবে একই সময়ে দুটি ভিন্ন জাতিগত শংসাপত্র পেতে পারে? এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়! রাজ্য সরকারের ৬ শতাংশ তফশিলি উপজাতি সংরক্ষণ নীতির অপব্যবহার যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে প্রকৃত তফশিলি জনজাতির ছাত্রছাত্রীরা কোথায় যাবে?' অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. উৎপল দাঁ জানান, 'অভিযোগ আসার পরই বিষয়টি স্বাস্থ্যভবন ও ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে জানানো হয়েছে। যেমন নির্দেশ আসবে তেমনই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপের কথা জানানো হয়নি।' অভিযুক্ত ছাত্রকে ফোনে বারবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেনি।

আবাস যোজনার অর্থ ফেরানোর নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: একজনের টাকা অন্যজনের নামে ঢুকেছে, উপভোক্তা মারা গেছে তার নামে টাকা ঢুকেছে ফলে অভিযোগের ভিত্তিতে আবাস যোজনার টাকা উপভোক্তাকে ফেরৎ দেওয়ার নোটিশ দিল ব্লক প্রাশাসন। মুরারই ১নং ব্লকের মহুরাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের আবদুল্লাপুর গ্রামের লালচাঁদ শেখ বিডিওকে অভিযোগ করে, ওই পঞ্চায়েতের সুমোরপুর গ্রামের লালচাদ শেখের নামে আমার ঘরের টাকা ঢুকেছে। বিডিও তদন্ত করে সুমোরপুর গ্রামের লালচাঁদ শেখকে টাকা ফেরতের নোটিশ দেন। রাজগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের রাজগ্রামের তসলিমা শেখ, গোঁড়শা গ্রামপঞ্চায়েতের রাজচন্দ্রপুর গ্রামের উত্তম কোনাইকে অর্থ ফেরানোর নোটিশ দিয়েছে ব্লক প্রশাসন। এই তিন গ্রামপঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। মহুরাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের আব্দুল্লাপুর গ্রামের লালচাঁদ শেখের পরিবর্তে সুমোরপুর গ্রামের লালচাদ শেখের নামে টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আব্দুল্লাপুর গ্রামের লালচাদ শেখ ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত করে সুমোরপুর গ্রামের লালচাঁদ শেখকে অর্থ ফেরানোর নোটিশ দিয়েছে ব্লক প্রশাসন। আগে আবাসের অর্থ পেয়েছিল উত্তম কোনাই। এবার তার বাবার নামে টাকা বরাদ্দ হয়েছে। উত্তমের বাবা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে। উত্তম টাকা তুলতে গেলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনার তদন্ত করে উত্তমকে টাকা ফেরানোর নোটিশ দিয়েছে ব্লক প্রশাসন। তসলিমা শেখের স্বামী সালাম খান আগে আবাসের অর্থ পেয়েছিল। তসলিমার নামে অর্থ বরাদ্দ হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা সালামের আইডি নং দিয়ে বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্ত করে তসলিমাকে টাকা ফেরত দিতে বলেছে বিডিও অফিস। বীরভূম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এইরকম প্রায় তিন হাজার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মুরারই ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্র অধিকারি বলেন, 'যাদের নামে অভিযোগ হয়েছিল। সেগুলি তদন্ত করে টাকা ফেরতের নোটিশ দেওয়ার পর দুজনের টাকা রিকভারি করা গেছে। একজনের টাকা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবো।' দুবরাজপুর ব্লকের আবাস যোজনায় অযোগ্য ব্যক্তিদের দেওয়া প্রথম কিস্তির টাকা ফেরত নেওয়ার আবেদন জানায় দুবরাজপুরের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে বিজেপি। সোমবার দুবরাজপুর বিজেপি ৪নং মণ্ডল সভাপতি শম্ভুনাথ ব্যানার্জি লিখিত আকারে দুবরাজপুরের বিডিওকে আবেদন জানায়-আবাস যোজনায় অনেক অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম রয়েছে ইতিমধ্যে যারা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছে, তাদের পাকা বাড়ি আছে এমনকী তাদের কারো কারো চারচাকা গাড়ি আছে। যাদের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছে তাদের টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আবাস যোজনা লিস্ট পুনরায় যাচাই করার অনুরোধ জানায়। এই বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়। প্রয়োজনে জনগণের টাকা অপব্যবহার করার জন্য আইনের দ্বারস্থ হবে বলে বিডিওকে লিখিত আবেদন জানায়। কিছুজনের নাম দিয়ে দুবরাজপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে আবেদন জানায়। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন দুবরাজপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাজা আদক।

কলকাতায় সরকারি উদ্যোগে ক্রেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামীদিনে কলকাতা পৌরসংস্থার ক্রেশে নিখরচায় কলকাতার কচিকাচা শিশুরা থাকতে পারবে। রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কলকাতাস্থিত এই ক্রেশে সন্তানকে রেখে বাবা–মা নিশ্চিতে কাজেকর্মে বের হতে পারবেন। তবে কারা এই পরিষেবা নিতে পারবেন? মাসিক যাঁদের রোজকার ১৫ হাজার টাকার কম তাঁদের শিশুরা নিখরচায় কলকাতা পৌরসংস্থা পরিচালিত এই ক্রেশে থাকতে পারবে। প্রত্যেক শিশুর জন্য অন্তত ৮ বর্গফুট করে জায়গা বরাদ্দ থাকবে। খেলাধুলা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, ঘরের বাইরে খেলার জন্য জায়গা এবং দেখাশোনা করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী।

কলকাতায় বর্তমানে যেসমস্ত ক্রেশ আছে, সেখানে শিশুদের রাখতে মাসে ছয় থেকে দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। অর্থনৈতিকভাবে নীচের দিকে থাকা সমাজের অনেক মানুষদের পক্ষেই তা সম্ভব হয় না। যেমন: বাস কন্ডাক্টর, কারখানায় কাজ করা শ্রমিক, নিরাপত্তারক্ষী, সেলসম্যান, হোম ডেলিভারি বয় এমন ইত্যাদি পেশার সঙ্গে যুক্ত বাবা–মায়েরা তাঁদের শিশুকে সারা দিনের জন্য পরিচিত প্রতিবেশীর বাড়িতে রেখে কাজেকর্মে বের হতে বাধ্য হন। সারাদিনের জন্য এক দুশ্চিন্তা তাঁদের সঙ্গী হয়। আর এই সমস্যা সমাধানে সরকারি উপায়ে পরিষেবা দেওয়ার বিষয়টি বিশেষজ্ঞ মহলে সমাদৃত হচ্ছে। শিশুদের স্বার্থে লড়াই করে আসা সংগঠনের প্রতিনিধিরা বহুদিন ধরেই কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে ক্রেশ তৈরির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। শিশুসুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'যৌথ পরিবার এখন আর নেই। ফলে সন্তানকে দেখাশোনার লোক ক্রমশ কমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই পরিকল্পনা ভীষণ রকম জরুরি।

কেএমসিতে ক্যানসারের চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্থ–সামাজিক–পরিবেশগতসহ বিভিন্ন কারণে মারণ ক্যানসার রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নিম্নবিত্ত–মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই রোগের চিকিৎসা করা খুবই কষ্টসাধ্য। মারণ এই রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে অনেক রোগীর পরিবারকে চোখের সামনেই নিঃস্ব হতে দেখা যায়। 'মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা অতীতে বহু মানবিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকায় বলা যায়, ক্যানসার রোগ নির্ণয় কেন্দ্র বা চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরি করার ভাবনা এক কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। ১৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি শেখ মুস্তাক আহমেদের প্রস্তাব, কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে কোনও ক্যানসার রোগ নির্ণয় কেন্দ্র বা কোনও চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখা।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ইতিমধ্যেই কলকাতা পৌরসংস্থার যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি আছে। সেখানে কিছু ওষুধ আছে, যেগুলি ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ন্যাশনাল হেল্‌থ মিশনের অধীনস্ত যে ওষুধগুলি পাওয়া যায়, ক্যানসারের ওষুধ এগুলির মধ্যে রয়েছে। এছাড়াও কলকাতায় নেতাজী সুভাষ ক্যানসার রিসার্চ হাসপাতাল, মেডিকা, মহাত্মা গান্ধী রোডস্থিত ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতাল, টাটা ক্যানসার হাসপাতালে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়ে ক্যানসারের চিকিৎসা হয়। এছাড়াও টাটা ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে কাজ চলছে। এখানে রাজ্য সরকারের আধুনিক ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও মেডিকার(মণিপাল) সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার এক চুক্তি আছে, ওখানকার নতুন চালু অঙ্কলজিতে কলকাতা পৌরসংস্থার ১০টি বেড আছে। পৌরসংস্থা থেকে রেকমেন্ড্ করলে ওখানে ক্যানসারের চিকিৎসা পাওয়া যাবে।

প্রাইভেট বোর্ডে সরকারি বিজ্ঞাপন নয়

বরুণ মণ্ডল: কলকাতা পৌরনিগম আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী ওয়ার্ডভিত্তিক কোনও নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন সংস্থা হয় না। আর বিজ্ঞাপন স্থাপনের জন্য যে অনুমতি তাঁরা পেয়েছেন, প্রতিবছর তাঁদের ফিজ দিয়ে রিনিউয়াল করতে হয়। এটা নিয়ম। উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞাপন দপ্তরে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার উত্তর একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, 'যেসব বাড়িতে হোর্ডিং লাগানোর কাঠামো রয়েছে, সেগুলির তালিকা পৌর বিজ্ঞাপন দপ্তরের ডাটা বেসে রয়েছে। নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে সে হোর্ডিং কাঠামোগুলি কী অবস্থায় আছে, তার রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। এসকল ক্ষেত্রে হোর্ডিং কাঠামোগুলিকে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের

কাজে ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে। বলা দরকার যেসব প্রতিষ্ঠানের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে, তাঁরা বিনামূল্যে ব্যবসায়িক বা যে কোনও নির্দিষ্ট আকারের বোর্ড লাগাতে তারা পারেন। সেজন্য তাঁদের কোনও ফিজ দিতে হয় না। কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েবসাইটে গেলে প্রাইভেট হোর্ডিঙের তালিকা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাইভেট বোর্ডে সরাসরি কলকাতা পৌরসংস্থার বা রাজ্য সরকারি পরিষেবা প্রদর্শনের কোনও বিধান নেয়। কলকাতা পৌরসংস্থা টেন্ডার প্রক্রিয়া মারফৎ বিজ্ঞাপনের যে স্থানগুলি স্ট্রিট হোর্ডিং কয়েকটি সেক্টর আরও কয়েকটিতে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রচলন আছে। কিন্তু প্রাইভেট হোর্ডিংগুলিতে এই সরকারি বিজ্ঞাপন বা অ্যাওয়ারনেস কর্মসূচি দেওয়ার কোনও বিধি নেই। কলকাতা পৌরসংস্থা আইন, ১৯৮০ সালের বিজ্ঞাপন আইনে ব্যক্তিগত হোর্ডিং স্ট্যান্ডগুলিতে সরকারি বার্তা প্রদর্শন করার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা যায় না।

বিক্রমগড় ঝিলের সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম গর্ব বিক্রমগড় ঝিলের বর্তমান ক্ষেত্রমান হল ২৯,৮৪০ বর্গমিটার। এবং পরিধি ১,৭৮৯ মিটার। পূর্বে ঝিলটি কতটা পরিমাণ ছিল। তা পৌরসংস্থার রেকর্ডে সে তথ্য নেই। তবে এ তথ্য কেআইটির কাছে থাকলেও থাকতে পারে বলে জানান কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী এই ঝিলের সংস্কারের জন্য ১.৫ কোটি বরাদ্দ করেছিলেন। এবং সেই অর্থ থেকে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই অর্থ দিয়ে ইউক্যালিপটাস ও বল্লা পাইলিং সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ হয়। কিছুটা কাজ এখনও বাকি আছে। বিক্রমগড় ঝিলের বিভিন্ন অংশ দখল হয়ে গিয়েছে। এই জমি পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা রাজ্যের ফিসারিজ ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় অধিগ্রহণ করেছে। এবং যতটুকু আছে তা সংস্কারের কাজ চলতি জানুয়ারিতে শুরু হয়েছে। ঝিলের ভিতরে আবর্জনা ফেলা হলে, ঝিলের আশেপাশের রাস্তায় কেউ যদি নোংরা আবর্জনা ফেলে তবে পৌরসংস্থার 'সলিড ওয়েস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সেই ব্যক্তির থেকে জরিমানা আদায় করতে পারে।

পানীয় জলের অপচয় রোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যহ যে পরিমাণ পরিস্রুত পানীয় জল কলকাতা পৌর এলাকায় সরবরাহ করা হয়। তাতে গ্রীষ্মের দাবদাহেও পানীয় জলের অভাব থাকার কথাই নয়। তবুও বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহে যথেষ্ট ঘাটতি, এই অভিযোগ কলকাতা পৌরসংস্থায় জমা পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর প্রধান কারণ সরবরাহ করা পানীয় জলের কমবেশি ৩০ শতাংশ অপচয় হয়। পানীয় জলের অপচয়ের সমস্যা শহর কলকাতায় এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, শহর জুড়ে পৌরসংস্থার পানীয় জলের ট্যাপ কল কোথায় ও কতকগুলি আছে, তা সমীক্ষা করে দেখা হবে। কত কলের মুখ বন্ধ করা হচ্ছে না, তাও সমীক্ষায় উল্লেখ করতে হবে। সমীক্ষার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পৌর মহাধ্যক্ষ ধবল জৈনের কাছে জমা পড়বে। রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সেই মতো পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে। সমীক্ষার রিপোর্টে যেসব কলের মুখ নেই বলে উল্লেখ থাকবে। সেখানে নতুন মুখ লাগানো হবে। আর কলের মুখ যাতে আগামীদিনে চুরি না হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে। স্থানীয় ক্লাব বা সামাজিক সংগঠনগুলিকে স্থানীয় ট্যাপ কলটির ওপর নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হবে। যেসব জায়গা থেকে বারংবার ট্যাপ কলের মুখ ভাঙা বা চুরির অভিযোগ উঠে আসবে, সেসব এলাকায় মহানাগরিকের বার্তার প্রচারপত্র বিলি করা হবে। এক্ষেত্রে পৌরসংস্থা সচেতনতামূলক প্রচার করবে। তাতেও কাজ না হলে যে কলের মুখ বারংবার চুরি বা ভাঙা হচ্ছে, সেই কলগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য সিল করে দেওয়া হবে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান।

বাংলায় কথা বলা মানে বাংলাদেশ হবে, এটা ভুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তারপরেও কলকাতা মেট্রো স্টেশনের টিকিট কাউন্টারসহ একাধিক জায়গায় বাংলায় কথা বললে হেনস্থা এবং কটু মন্তব্যের শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ভারতবর্ষে ২০১০–১১ সালের পর দীর্ঘ এক দশকের অধিক সময় যাবৎ জনগণনা হচ্ছে না। শেষ জনগণনার তথ্যানুযায়ী এই রাজ্যের ৮৬ শতাংশ বাসিন্দা বাংলা ভাষী। এর মধ্যে ৮৩ শতাংশ মানুষ শুধু বাংলা ভাষা জানে। উল্লেখ্য, ভারতের সংবিধানে লিখিত রয়েছে হিন্দি ও ইংরেজি হল অফিসিয়াল কমিউনিকেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। এ প্রসঙ্গে ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'আগেও পৌর অধিবেশনে ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল এবং সেখানে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল যে, এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু এখনও কলকাতার কিছু জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে, বাংলায় কথা বললে তাদের বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে চলে যাও, হিন্দুস্তানে থাকতে হলে হিন্দিতেই কথা বলতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে কলকাতা মেট্রোরেল, সাধারণ রেল, ব্যাঙ্কসহ সর্বত্র সরকারি–বেসরকারি অফিসে বাংলায় কথা বলা ব্যক্তিকে বাংলায় পরিষেবা দেওয়া বাধ্যতামূলক এই মর্মে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।' মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতা মেট্রোরেলে ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আমি রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে এটা নিয়ে মৌখিক ভাবে বলবো এবং চিঠিও দেব।

বার্তা

বাঙালি নস্টালজিয়া : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ও ইনট্যাক ক্যালকাটা চ্যাপটারের উদ্যোগে ভিক্টোরিয়ার দূর্বার হলে ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় ক্যালকাটা মেমোরেবিলিয়া শীর্ষক একটি প্রদর্শনী। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র, জয়শ্রী সরকার সহ সংগ্রাহক শিবকুমার মুখার্জী, গোপাল বিশ্বাস, জয়ন্ত কুমার ঘোষ ও উজ্জ্বল সরদার। এই সংগ্রাহকদের সংগ্রহ থেকে প্রদর্শনীতে নজরে পড়ছে বিভিন্ন সিনেমার পোষ্টার সহ বাংলার পৌরাণিক দুষ্প্রাপ্য ছবি। এছাড়াও নজর কাড়ছে পি সি সরকার সিনিয়রের চিঠি, ছবি পোষ্টার সহ তাঁর পরনের জাদুময় শেরওয়ানি ও পাগড়ি। নস্টালজিক এই প্রদর্শনী দর্শকদের মন কেড়েছে। জুনিয়র তার পিতা সিনিয়রের গায়ের গন্ধ ও স্পর্শ অনুভব করতে পারলেন পরনের সেই শেরওয়ানিতে হাত দিয়ে। তিনি বললেন, জাদু সম্রাট বেঁচে আছেন সকলের মধ্য দিয়ে। তিনি হলেন তাঁর ধারাবাহিকতা।

ছবি : প্রীতম দাস

পীঠে পুলি : সম্প্রতি আলিপুরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' শোনানো হয়। এরপর পীঠে পুলি উৎসবের আয়োজন করে উদ্যোক্তারা। **ছবি : সুমন সরদার**

শেষ হল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির হীরক জয়ন্তী পূর্তি উৎসব

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৮ জানুয়ারি নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় এবং জিমস হসপিটালের সহযোগিতায় সামালির মনসাতলায় আলিপুর বার্তা ভবন ও অ্যানিমেল হসপিটালের জমিতে। স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার তরুণ রায়। জিমস হসপিটালের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুরা এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। সুগার, প্রেসার, ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষা সহ নানা শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়। সঙ্গে বিনামূল্যে ওষুধও। প্রায় ২০০ জন মানুষ এই স্বাস্থ্য শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

চলচ্চিত্র প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সমিতির শুভানুধ্যায়ী পশুপ্রেমী তথা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ও পরিচালক মানসী সিনহার সাম্প্রতিক মুক্তি প্রাপ্ত ছবি 'পাঁচ নম্বর স্বপ্নময় লেন' ১৯ জানুয়ারি বিবেক নিকেতনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন মানসী দেবী সহ প্রযোজক শুভঙ্কর মিত্র এবং পুরো ইউনিট। মঞ্চে সম্মান জানানোর পর মানসী দেবী বলেন, 'ছবিটি এখনো বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে চলছে। কিন্তু প্রিয় বিবেক নিকেতনে সমিতির আবাসিক এবং কর্মীদের এই ছবি দেখাতে না পারলে মন ভরছিল না। তাই সকলের জন্য ছবিটি নিয়ে এসেছি। তাঁর এর পরের ছবি হলে গিয়ে দেখবার জন্য সমিতির সকলকে আহ্বান জানান।' তিনি বলেন সমিতির সকলের জন্য একদিন তিনি হলের ব্যবস্থা করবেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, বাসবী চ্যাটার্জি সহ সকলে মানসী দেবীকে কৃতজ্ঞতা জানান।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর উদ্যোগে গত ১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি বিবেক নিকেতনে সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। গত ১৯ জানুয়ারি সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন ফর্মার ডেপুটি ডিরেক্টর ডাক্তার রজত শুভ্র নস্কর (বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র, ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুব মন্ত্রক) তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিশু বয়স থেকেই অভিভাবকদের তাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি যত্ন নিতে হবে। তবেই আগামী দিনে তারা জীবনে সাফল্য পাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

এদিন রজতবাবুকে আলিপুর বার্তা সম্মান জানানো হয়। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম দিন আবৃত্তিতে বিচারক হিসেবে দায়িত্বে

ছিলেন রশ্মি বালা, ডোনা জানা এবং স্বপন কুমার মান্না। দ্বিতীয় দিন ছিল সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক এবং দলগত সঙ্গীত প্রতিযোগী ছিল চোখে পড়ার মতো। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন পারমিতা চ্যাটার্জি এবং মৌমিতা সেন। ১৯ জানুয়ারি সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আসরে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববন্দিত জাদুকর পিসি সরকার (জুনিয়র) এবং তার সহধর্মিনী জয়শ্রী সরকার। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচির এবং আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন বিশ্ববন্দিত জাদুকর পিসি সরকার। তাঁকে সংস্থার পক্ষ থেকে হীরক সম্মান জানানো হয়। ২১ জানুয়ারি ছিল সৃজনশীল নৃত্য প্রতিযোগিতা। দূরদূরান্ত থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন নৃত্যশিল্পীরা।

কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ জানুয়ারি ছিল বাংলা কবিতা উৎসব। বাংলা কবিতা উৎসবের শুভ সূচনা করেন সুখেন্দু হীরা, আইপিএস, ডিআইজি নিরাপত্তা। উৎসবে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন কবি উৎপল কুমার ধারা। প্রধান অতিথি কবি স্বপন কুমার রায় এবং বিশেষ অতিথি কবি ব্রজেন্দ্রনাথ ধর। সঞ্চালনায় ছিলেন কবি স্বপন কুমার মান্না। কলকাতা

সহ জেলার ৪৬ জন কবি অংশগ্রহণ করেন। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচুগোলাপ মাজীকে তরুণ গুহ স্মৃতিস্মারক আলিপুর বার্তা সম্মান জানানো হয়। প্রসঙ্গত, প্রতিবছরই কবিতা উৎসবে ১জন বিদগ্ধ মানুষকে এই সম্মান জানানো হবে।

নেতাজি জয়ন্তী ও প্রতিষ্ঠাদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মজয়ন্তী উদযাপন এবং নানা সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে হীরক জয়ন্তী পূর্তি উৎসবের অন্তিম দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বাগনান মহিলা বিকাশের প্রাণপুরুষ সংগঠক গোপাল ঘোষ। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার সভাপতি কল্লোল গুহ ঠাকুরতা। এরপর আশ্রমিক ছাত্ররা শিক্ষিকা জয়শ্রী গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে। এদিন সম্মান জানানো হয় গোপাল ঘোষকে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ। তাঁর কলমে লেখা নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির একটি ইতিহাস তথ্যচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। এদিনের মঞ্চে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সুবর্ণা মজুমদার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সোমাশ্রী বেতাল, জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি, আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ তথা সমিতির সহ সভাপতি ড. দীপক কুমার বড় পন্ডা, লেখক নরেন্দ্রনাথ কূলে প্রমুখ। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে স্বদেশ ব্যান্ড। ১২টা ১৫মিনিটে নেতাজির জন্ম মুহূর্ত যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এদিন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ তরুণ ভূষণ গুহর নানা স্মৃতি স্মারক নিয়ে তৈরি সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন তরুণবাবুর প্রিয় বৌদি শ্রীমতী সবিতা গুহ মহাশয়া।

এছাড়াও দুঃস্থ ছাত্রদের পুস্তক বিতরণ, দুঃস্থ মানুষদের কম্বল বিতরণ সহ নানা মানবিক কর্মসূচিও ছিল উৎসবের অন্যতম বিষয়। এরপর কৃতি প্রতিযোগীরা তাদের বিভিন্ন বিষয় পরিবেশন করেন। সকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় দেড়শরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সাহিত্যিক ও শিল্পী অভিক চট্টোপাধ্যায়। ম্যাজিক দেখিয়ে সকলকে অবাক করে দেন প্রিয়ম গুহ, সহযোগিতায় প্রীতম দাস। সৃজনশীল নৃত্যে সোহান দাস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরস্কার বিতরণীর পর শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রথমে শতবর্ষে সলিল চৌধুরীর স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত শিল্পী কল্যাণ দাস। তারপর বাউল গানে খোকন ক্ষ্যাপা এবং বাবলি চ্যাটার্জি আসর মাতিয়ে দেন। ১২ দিন ব্যাপী নানা সামাজিক মানবিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির হীরক জয়ন্তী পূর্তি উৎসব।

জন্মশতবর্ষে প্রয়াত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীকে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর জন্মশতবর্ষে তাঁকে স্মরণ এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল আমতা থানার উদং গ্রামের বুধবারের আড্ডা গোষ্ঠী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাশ্বেতা দেবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা ডাঃ সৌরেন্দুশেখর বিশ্বাস। তিনি মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্মের সাথে সাথে প্রয়াত সাহিত্যিকের নানা অজানা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও তুলে ধরেন স্মৃতিচারণায়। নাট্যকার ও শিক্ষক গোপাল চন্দ্র পারাল মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য কর্ম নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক সুচন্দন পোড়েল মহাশ্বেতা দেবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং সমাজকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সংগঠনের প্রধান এবং শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত বলেন, 'অবিস্মরণীয় কিছু উপন্যাস

অরণ্যের অধিকার, হাজার চুরাশির মা, তিতুমীর, ঝাঁসির রাণী প্রভৃতির ছিলেন স্রষ্টা মহাশ্বেতা দেবী। এই সব উপন্যাস চিরকালীন। সাহিত্যে তিনি জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, ম্যাগসেসাই ইত্যাদি পুরস্কার পেয়েছেন। ভারত সরকারের পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গবিভূষণ লাভ করেছেন তিনি। জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি নবীন প্রজন্মের পাঠকদের তাঁর লেখা পাঠ করতে উৎসাহিত করাও আমাদের লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সব থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য তাঁর সংগ্রাম যেন অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে—এটাও আমাদের কামনা।' অনুষ্ঠানে ছিল মহাশ্বেতা দেবীর জীবন ও সাহিত্যের উপর তাৎক্ষণিক কুইজ প্রতিযোগিতা।

ডোমজুড়ে ৪দিনের বিজ্ঞান মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী, হাওড়া: ১১তম বর্ষ ডোমজুড় বিজ্ঞান মেলায় মাকড়দহ বামাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই বিজ্ঞান মেলায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিকমূলক

অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করা হয়। এই মেলা ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত হয়। এই মেলা ঘিরে সকলের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

গতানুগতিকতার নয়, ব্যতিক্রমী ভাবনার পূজারী 'চোখ সাহিত্য পরিবার'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭ জানুয়ারি কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে অনুষ্ঠিত হল কবি সম্মেলন এবং মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এই বছরও বিশেষ একটি মঞ্চ ভাবনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল। মঞ্চ ভাবনা ছিল 'স্বাস্থ্য প্রহরী'। শুধুমাত্র এই রাজ্য কিংবা দেশের নয়, সারা বিশ্বের সমস্ত ডাক্তারবাবু এবং নার্স মা-বোনেদের সম্মান জানানোর জন্য এক অভিনব প্রচেষ্টার সাক্ষী থেকেছেন সাহিত্যপ্রেমী গুণীজনেরা। সেই সাথে তিলোত্তমা সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে নিয়োজিত সে সকল প্রাণ বিভিন্ন কারণে অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাদের সকলের মহান আত্মার প্রতি চোখ সাহিত্য পরিবার বিশেষভাবে সম্মান জ্ঞাপন করেছে।

বর্ণাঢ্য এই ঐতিহাসিক সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন আনন্দ প্রকাশনের কর্ণধার নিগমানন্দ মণ্ডল। বিশেষ অতিথির

আসন অলংকৃত করেন বর্ষিয়ান কবি অসীম দাস, এছাড়াও ছিলেন মাড়োয়ারি হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রবীর সিংহ রায়, আর-প্লাস নিউজের সম্পাদক সুজিত চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী ও সুরভারতী সঙ্গীতকলার শিক্ষিকা সুস্মিতা সরকার, বিশিষ্ট কবি কৃষ্ণা গুহ, সাহিত্যিক মালা মুখোপাধ্যায় এবং সবার ভালোবাসার কবি বিকাশ গুঁই। প্রকাশ করা হয়েছে রজত পুরকায়স্থের সম্পাদনায় 'চোখ পত্রিকা' এবং 'কবিতাঞ্জলি' সংকলন সহ ড: পবিত্রা সরকারের 'শব্দ মঞ্জরী', কৃষ্ণগোপাল ঘোষের 'অন্তরের আলো', সজল কুমার পোদ্দারের 'গল্প-ছড়ার ফুলঝুড়ি', বাবুর আলির 'অক্ষর বৃত্ত', মোফাজ্জেল হকের 'খুঁজে বেড়াই', পপি দাসের 'কতটা পথ পেরোলে', ড: তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায়ের 'সাগর' এবং রজত পুরকায়স্থের 'কবিতায় সেকাল একাল'।

উপস্থিত ২০ জন বিশিষ্ট কবি শৌভিক গাঙ্গুলী, শঙ্কর রায়, মানস ভৌমিক, মধুছন্দা গাঙ্গুলী, মন্মথ নাথ দে, অশোক রায় প্রমূখদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। 'বাসুদেব গুহ স্মৃতি সাহিত্য সম্মান-২০২৫' ৫ জন কবির হাতে তুলে দিয়েছেন কবি কৃষ্ণা গুহ। 'চোখ সাংস্কৃতিক মঞ্চ' আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কৃতি প্রতিযোগীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয়।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কবি বিউটি রায়। সমগ্র অনুষ্ঠান দক্ষতার সাথে সঞ্চালনা করেছেন কিঙ্কর হালদার এবং রুচিরা মণ্ডল।

গতানুগতিকতায় নয়, ব্যতিক্রমী ভাবনার পূজারী আপাদমস্তক সাহিত্যপ্রিয় চোখ সাহিত্য পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি রজত পুরকায়স্থ নতুন প্রজন্মের কবিদের একই ছাতার তলায় হাজির করেছেন। তার বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে বর্তমান সাহিত্যে আত্মহননের হাহাকার। যা সকলকে ভাবায়।

প্রকাশিত হল সাগর মণ্ডলের 'হোয়ার দ্যা লাইট ফাইন্ডস মি'

মলয় সুর : ভারতের শীর্ষ ১০ কনিষ্ঠ উদ্যোক্তার মধ্যে অন্যতম এবং ৩০টিরও বেশি পুরস্কারে সম্মানিত সাগর মণ্ডল তার প্রথম কবিতা সংকলন 'হোয়ার দ্যা লাইট ফাইন্ডস মি'-এর আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন। শনিবার সন্ধ্যায় এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি হয় নিউটাউনের ইন্ডিস্মার্ট হোটেলের একটি অভিজাত পরিবেশে। উপস্থিত ছিলেন গেস্ট অফ অনার সান্তি দাস বসাক, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং প্রথম মহিলা এডিসি(পি) মি. আজিজ শেখ, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের সিনিয়র প্রাইভেট সেক্রেটারি, এবং অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সাগর মণ্ডল-এর স্কোয়াশকোডের প্রতিষ্ঠাতা এবং গ্রোথেনসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত, তার সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশে তার সৃজনশীল গভীরতা তুলে ধরেছেন। 'হোয়ার দ্যা লাইট ফাইন্ডস মি' বইটি ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, এবং আত্ম-অন্বেষণের গল্পকে মুক্ত-ছন্দ কবিতার মাধ্যমে অনন্যভাবে তুলে ধরেছে।

তিনি তার বইটিকে আত্মদর্শনের একটি যাত্রা হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই বইটি সেইসব পাঠকদের জন্য সান্ত্বনার উৎস, যারা জীবনের অন্ধকার মুহূর্তে আলোর সন্ধান করেন। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের পাশাপাশি একটি প্রশ্নোত্তর আসর ছিল, যা অতিথিদের অভিভূত করেছে। এছাড়াও সাহিত্য, ব্যবসা, এবং বিনোদন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন রূপা মজুমদার, অভিনেত্রী মধুমিতা গুপ্তা, রঞ্জন ভট্টাচার্য, লীনা বিশ্বাস, এবং প্রাক্তন সংবাদিক ও চিত্রপরিচালক অজয় বরণ দে।

উত্তমকুমারের নানা রূপ নিয়ে আলোচনা

শ্রেয়সী ঘোষ : মকর সংক্রান্তির দিন দক্ষিণ কলকাতার সেন বাড়িতে(পি ৭৮ লেক রোড) আসর বসেছিল মিলন মেলার। অনুষ্ঠানের অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই অধিবেশনে কথায় ও গানে শ্রোতাদের মন জয় করলেন তিনি। পরিচালক, প্রযোজক, সুরকার, চিত্রনাট্যকার হিসেবে বাংলা ছবিতে উত্তম কুমার যে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন; সেই সব দিকগুলি উঠে এল

আলোচনার মধ্যে দিয়ে। বক্তব্যের শেষে উত্তম অভিনীত কিছু ছবির গান তিনি শোনালেন। সভাপতির আসনে ছিলেন কৃষ্ণা সেন। তিনি ধন্যবাদ দিতে গিয়ে শিল্পীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। স্বাগত ভাষণ ও সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অর্পিতা ভট্টাচার্য।

৩১ জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে বিকাল সাড়ে ৫টায় শুরু হল অল বেঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল। চলবে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মঞ্চস্থ হবে নবীন-প্রবীণ পরিচালকদের ৮টি নাটক। যার মধ্যে থাকছে এবং কাল্পনিক, স্বাধীনতার সূর্য, স্বর্গের কথা, ডলস হাউস, মেধা বিক্রি আছে, অন্বেষণ, সিটি ও খেলা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা।

ছবি : অরুণ লোধ

পুণ্যভূমি গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বইমেলার দ্বিতীয় দিনে ৪৩৪ নম্বর স্টলের কিশলয় প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হল 'পুণ্যভূমি' বইটি। এই গ্রন্থের লেখক অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। লেখকের দৌহিত্র শৌর্য গোয়েলের হাত থেকে উন্মোচিত হল এই গ্রন্থটি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এর ভূমিকা লিখেছেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক স্বামী আত্মবোধানন্দজী মহারাজ। কিশলয় প্রকাশনের কর্ণধার অতীন জানা। এই সংস্থার তরফ থেকে লেখকের পূর্বে প্রকাশিত বইগুলি হল মহানায়কের নায়িকারা, পুণ্যক্ষেত্র প্রভৃতি। পাঠকের কাছে এই গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলেই প্রকাশকের বিশ্বাস।

সুন্দরবন উজ্জীবন উৎসব

উজ্জ্বল সরদার : সুন্দরবনাঞ্চলের গোসাবা কাছারী ময়দানে ষষ্ঠ বর্ষের সুন্দরবন উজ্জীবন উৎসব অনুষ্ঠিত হল ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে সামাজিক কাজের সাথে জড়িত 'সুন্দরবন টাইগার উইডো ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। মূলত সুন্দরবনের বাঘ, কুমীর, কামটের আক্রমণে আহত ও নিহতদের পরিবারের জন্য কাজ করে চলেছে এই সংগঠন। তাদের এবারের উৎসবে জাতীয় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা ও কৃষি প্রদর্শনী ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানের সূচনার দিন গোসাবা ব্লকের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও নিট পরীক্ষায় কৃতিদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বাঘে আক্রান্ত পরিবারের বিধবাদের হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে অঙ্কন, আবৃত্তি, গানের প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ছেলেমেয়েদের যোগদান ছিল নজরকাড়া। সবশেষে 'ক্ষীরের পুতুল' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয় গোসাবা দ্বীপের পাখিরালয়ের রাজশ্রী সংগীত একাডেমীর পক্ষ থেকে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে কাঁচড়াপাড়ার ওম শ্রীমা যোগা সেন্টারের যোগনৃত্য, নাচের প্রতিযোগিতা ও সবশেষে জয়নগরের জীবন মণ্ডল হাটের সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য অপেরার পুতুল নাটক অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের শেষদিন জাতীয় ম্যারাথন প্রতিযোগিতা, বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা, শীতবস্ত্র প্রদান, কুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শেষদিনের অনুষ্ঠানে একটি গীতি ও কবিতা আলেখ্য 'তুমি রবে নীরবে' ও মডার্ন জিমন্যাস্টিক অ্যান্ড সার্কাস পরিচালিত মিনি সার্কাস প্রদর্শিত হয়। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপের থেকে যেমন মানুষজন এসেছিলেন তেমনি কলকাতা থেকেও বহু মানুষের সমাগম হয় এই উৎসবে। সুন্দরবন টাইগার উইডো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অসীম গায়েন একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'আমরা প্রতিবছর প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনেই এই অনুষ্ঠানের সূচনা করি, এবছর আমাদের উৎসব ষষ্ঠ বছরের। গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপের মানুষের যোগদানে এই অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বছরের প্রায় সব সময়ে সুন্দরবনের বাঘ, কুমীর, কামটের আক্রমণের অসহায় পরিবারের জন্য আমরা আমাদের সাধ্যমতো কাজ করার চেষ্টা করি। বছরের এই তিন দিন এখানে আমরা আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন উপলক্ষ্যে আমরা উৎসবে মেতে থাকি।' সাধারণ জনগণের মধ্যে এই উৎসবে যোগদান নিয়ে যে উন্মাদনা তা দেখে যথেষ্ট চমকিত হতেই হয়।

কাকদ্বীপে সম্প্রীতি গড়ল বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির

কাকদ্বীপ, রবীন দাস : কাকদ্বীপের হাসপাতাল মোড়ের কাছে বিশালাক্ষী ও ভবতারিণী দেবীর মন্দির নির্মাণ করতে এগিয়ে এলেন বহু মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ। মন্দির নির্মাণ করার জন্য হিন্দুদের পাশপাশি মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ আর্থিক অনুদান তুলে দেন। মন্দিরের ভিতরে পাথরের ফলকে খোদাই করে তাঁদের নামও লেখা রয়েছে। এই খবর জানার পরই শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, তাঁদের দেওয়া অনুদানের প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। শনিবার মন্দিরের উদ্বোধন করেন বেলুর মঠের স্বামী ব্রজেশানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, কাকদ্বীপ ও মন্দিরবাজারের বিধায়ক মন্টুরাম

পাখিরা এবং জয়দেব হালদার। এদিন মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কাকদ্বীপের বিধান ময়দানে ১২জন পুরোহিত সহযোগে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ১৫০ কেজি কাঠ ও ৩০ কেজি ঘি পোড়ানো হয়। মন্দির কমিটির সম্পাদক দেবপ্রসাদ মহাপাত্র বলেন, 'অতীতে কালনাগিনী নদীর তীরে জঙ্গলে ভরা ছিল। সেই সময় এই এলাকার বাসিন্দারা ওই জায়গায় বিশালাক্ষী দেবীর পূজা করতেন। তাই এক সময় ওই জমিটি দেবত্ব জমি হিসেবে পরিচিত হয়। এরপরই ওই জমিতে মন্দির নির্মাণ করার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এগিয়ে আসেন। তাঁদের দেওয়া অনুদানের টাকায় মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। কয়েকদিন ধরে এই মন্দিরের পূজা অর্চনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার ও আয়োজন করা হয়।

কবিতা ও সাহিত্যকে ভালোবেসে একদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ছুটির দিন শীতের আমেজে মিঠে রোদ গায়ে মেখে শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে পরিধি ছাড়িয়া সাহিত্য পত্রিকা এবং পাবলিকেশন আয়োজিত এক কবিতা ও সাহিত্যর বার্ষিক সংকলন বিশ্বরূপার মোড়ক উন্মোচন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ষিয়ান লেখক পৃথ্বীরাজ সেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার রাজু দাস। এদিন শতাধিক সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও বই প্রকাশিত হয়। সংস্থার কর্ণধার

বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধূত বলেন, 'যেহেতু বিশ্বরূপা এই অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু তাই এই প্রয়াস। নতুন প্রজন্মের কাছে আমি চাই তারা তাদের মাতৃভাষায় হাসুক, কাঁদুক, ভালবাসুক ও স্বপ্ন দেখুক।' উল্লেখযোগ্য লেখকরা হলেন সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অচিন্ত্যকুমার মণ্ডল, সর্বানি দাস, শুভ্রা ঘোষ, রঞ্জনা গুহ, কুন্তল গুহ, মলয় কুমার মাঝি, শেখ মনিরুউদ্দিন, সঙ্গীতা কর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গুণীজনদের উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আগামী কলকাতা বইমেলায় এই সংস্থাটি একটি উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করতে দৃঢ়বদ্ধ। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শক তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছেন। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনাএবং সঞ্চালনা করেন মধুমিতা দূত।

শুরু হল কলকাতা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হল আর্ন্তজাতিক কলকাতা বইমেলা। উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করুণাময়ী সেন্ট্রাল পার্কের বইমেলা প্রাঙ্গনে। এবছরের থিম কান্ট্রি জার্মানি। ছোটবড়ো প্রকাশকদের নিয়ে বইমেলা প্রাঙ্গন ভরে উঠেছে। বইপ্রেমীদের ভিড়ও উপচে পড়ছে। খাদ্য রসনায় ভরপুর বইমেলায় বিশেষ আর্কষণ করছে সকলকে। তবে দুঃখের বিষয় এই বছর পুস্তকপ্রেমীরা বাংলাদেশের বই পাচ্ছেন না, কারণ বাংলাদেশের কোনও স্টলই এবছর মেলায় অনুমতি পায়নি। তবে মেলা শুরুর আগেই বহু ভারতীয় স্টল অনুমতি না পাওয়ায় হাইকোর্টেও চলে শুনানি। যদিও অনেকের মতে এত কম ছাড় বইমেলার আর্কষণ অনেকটাই ম্লান করছে।

ছবি : অরুণ লোধ

গানের ভুবন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নববিধান ব্রাহ্মসমাজে পঞ্চকবির (রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল) গানে ও কবিতায় বিরহ আর মিলন নিয়ে এক অসাধারণ অনুষ্ঠান উপহার দিল গানের ভুবন সংস্থা। গানে আসর মাতিয়ে দিলেন কাবেরী বাগ, সোনালী মুখোপাধ্যায়, তপতী বিশ্বাস, প্রকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, টুলটুল ভট্টাচার্য, সুপ্রতিম চক্রবর্তী, অপর্ণা বিশ্বাস। কবিতায় আসর মাতালেন বিবেকানন্দ হাজরা, তাপস নাগ, সুহৃদ দাস। চলচ্চিত্রাভিনেতা ও শিক্ষাবিদ ড. শঙ্কর ঘোষ রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের পশ্চাৎপটে উত্তম কুমারের স্মৃতিচারণসহ 'তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার' গানটি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন। যন্ত্রাণুষঙ্গে সহযোগিতা করলেন রামগোপাল পাইন ও রাজীব চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিখুঁতভাবে সঞ্চালনা ও পরিচালনা করলেন গানের ভুবনের কর্ণধার দীপান্বিতা সেন।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের** উদ্যোগে

নাট্যদলগুলির জন্য আর্থিক অনুদান (২০২৪ - ২০২৫) নাট্য উৎসব / নতুন প্রযোজনার জন্য

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ । পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫.০২.২০২৫ ।

বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন:

https://pbna.wbicad.in এবং https://wb.gov.in

আঁশ কাঁচে

টেস্টে দাপট

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছতে না পারলেও, আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট দলে ভারতীয়দের দাপট অব্যাহত। জসপ্রীত বুমরাহ তো অটোমেটিক চয়েস। সেইসঙ্গে একাদশে জায়গা পেয়েছেন ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল ও অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। টেস্ট দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স। গতবছরও তিনিই ছিলেন। একনজরে বর্ষসেরা টেস্ট একাদশ: যশস্বী জয়সওয়াল, বেন ডাকেট, কেন উইলিয়ামসন, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, কামিন্দু মেন্ডিস, জেমি স্মিথ, রবীন্দ্র জাদেজা, প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), ম্যাট হেনরি, জসপ্রীত বুমরাহ।

কেউ নেই!

আইসিসির বর্ষসেরা একাদশ। আর সেখানে ভারতের কেউ নেই! হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। টি২০ ক্রিকেটের দাপটে ওয়ান ডে আইসিসি বর্ষসেরা একাদশে কেউই সুযোগ পেলেন না ভারতীয় দলের। অথচ মজার ব্যাপার, এশিয়া থেকেই রয়েছে ১০ ক্রিকেটার। সর্বোচ্চ চারজন খেলোয়াড় আছেন শ্রীলঙ্কার। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তিনজন করে ও একজন খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

প্রথম জয়

নতুন বছরে প্রথম জয়। ঘরের মাঠে সমর্থকদের দৃষ্টিনন্দন ফুটবল খেলাই উপহার দিল লাল হলুদ ফুটবলাররা। হারের হ্যাটট্রিকের পর কেরালা বধ। কেরালাকে ২–১ গোলে হারাল অস্কার ব্রিগেড। গোল পেলেন পিভি বিষ্ণু ও হিজাজি মাহের। যদিও এই জয়েও ১১ নম্বরেই রইল ইস্টবেঙ্গল।

তাসের ঘর

আর কবে, আর কবে আর কবে? এ'প্রশ্ন তুলতেই পারেন বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা। রঞ্জিতে নিজেদের ঘরের মাঠ, চেনা পরিবেশ। সেখানেই ৮৫ রানে গুটিয়ে গেল বঙ্গ ব্রিগেড। হরিয়ানার বিরুদ্ধে বিশাল হার তো বটেই, লজ্জারও। কল্যাণীতে প্রথম ইনিংসে হরিয়ানার ১৫৭ রানের জবাবে বাংলা গুটিয়ে গিয়েছিল ১২৫ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে হরিয়ানা কামব্যাক করে তুলল ৩৩৬ রান। আর চাপের মুখে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল বাংলার ক্রিকেটারদের গর্বের ব্যাটিং। সবমিলিয়ে উঠল ৮৫ রান। হার হল ২৮৩ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার সর্বোচ্চ ২৫ রান এসেছে ঋদ্ধিমান সাহার ব্যাট থেকে। তিনি অপরাজিত ছিলেন। বাকিদের মধ্যে ৭ জন দু'অঙ্কের ঘরেই পৌঁছতে পারেননি। হারের ফলে বাংলার বিদায় নিশ্চিত।

রাজার মুকুট

এবার রাজার মুকুট জসপ্রীত বুমরাহের। আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হলেন জসপ্রীত বুমরাহ। নিজের কেরিয়ারে প্রথমবার ও পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হলেন বুমরাহ। এর আগে ভারতীয়দের মধ্যে রাহুল দ্রাবিড় (২০০৪), শচীন তেন্ডুলকর (২০১০), রবিচন্দ্রন অশ্বিন (২০১৬), বিরাট কোহলি (২০১৭, ২০১৮) এই বিশেষ সম্মান পেয়েছিলেন।

পঞ্চরত্ন

খেলার মাঠের পঞ্চরত্ন। অবসরের পর পদ্মভূষণ সম্মান পেলেন ক্রিকেট তারকা রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং হকি তারকা পি আর শ্রীজেশ। কালো হরিণ খ্যাত আইএম বিজয়নকেও সম্মান জানানো হয়। তিনি পেলেন পদ্মশ্রী সম্মান। এছাড়াও পদ্মশ্রী পেলেন প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী হরবিন্দর সিং ও কুস্তিগির কোচ সত্যপাল সিং।

জেলায় জেলায় টক্কর

বিধায়কের উদ্যোগে শেষ হল ম্যারাথন দৌড়

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : ক্যানিংয়ে নেতাজীর ১২৮ তম জন্মদিনে অনুষ্ঠিত হল 'ক্যানিং এমএলএ গোল্ড ম্যারাথন–২০২৫'। তৃতীয় বর্ষের এই ম্যারাথন দৌড়ে দেশবিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১৪০০ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ৯ জন বিদেশি ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশেষ সক্ষম দৌড়বিদ উদয় কুমার। বৃহস্পতিবার ১০ কিমি এই ম্যারাথন দৌড় শুরু হয় তালদি থেকে ক্যানিং নতুন বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত। প্রতিযোগিতার শেষে এদিন রাতে ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মহিলা ও পুরুষ বিভাগের মোট ৪০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও বিশেষ সক্ষম সহ অন্যান্য বেশকিছু গুণীজনদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরুষ বিভাগে বিহারের

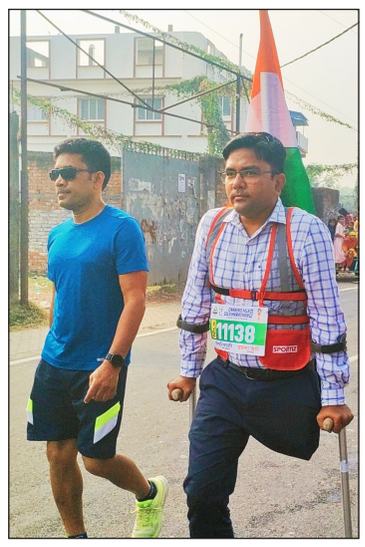

ত্রিলোক কুমার ২৬ মিনিট ৫৭সেকেন্ডে দৌড় সমাপ্ত করে প্রথম হয়েছেন। ২৭মিনিট ২২ সেকেন্ডে দৌড় সমাপ্ত করে দ্বিতীয় হয়েছেন হরিয়ানার রবি। উত্তরপ্রদেশের বিকাশ প্যাটেল ২৭মিনিট ৪২ সেকেন্ডে দৌড় সমাপ্ত করে তৃতীয় হয়েছেন। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে ৩০ মিনিট ৫৬ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে প্রথম হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের পূজা ভার্মা, ৩১ মিনিট ২১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে দ্বিতীয় হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের নিতু কুমারী,৩১ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে দৌড় সমাপ্ত করে তৃতীয় হয়েছেন হরিয়ানার মুন্নি দেবী। এছাড়াও প্রথম ২০ জনের তালিকার মধ্যে বারানসী, দিল্লি,রাজস্থান, নাইজেরিয়া, মহারাষ্ট্র, উত্তরাখন্ড, কেনিয়া'র একাধিক দৌড়বিদ রয়েছেন। যদিও তৃতীয় বর্ষের এই ম্যারাথন দৌড়ে বাংলা'র (দার্জিলিং)একমাত্র মহিলা প্রতিযোগি শমজানা শুভম ১৬ তম স্থান দখল করেছেন। তিনি ১০ কিমি দৌড় শেষ করতে সময় নিয়েছিলেন ৩৭ মিনিট ০৪ সেকেন্ড।

তৃতীয় বর্ষের ম্যারাথন দৌড় প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস জানান, 'প্রথম দিকে আমরা জাতীয় ম্যারাথন বলে প্রচার করেছিলাম। পরে বিদেশিরা নাম লিখিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। যা আন্তর্জাতিক ম্যারাথন বললে ভুল হবে না। দৌড়ে ১৪০০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। সর্বমোট পুরস্কার ছিল ১৫ লক্ষ টাকার অধিক। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম পুরস্কার ছিল ১ লক্ষ টাকা ও সোনার আংটি।

৬৮ তম জাতীয় স্কুল যোগাসনপ্রতিযোগিতা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : খেলাধুলার জগতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা তার নাম অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। ৬৮ তম জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতায় এবার পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি দলে অংশ নিয়েছিলেন মথুরাপুর ২ নং ব্লকের সুপ্রসাদ মিস্ত্রি। মহারাষ্ট্রের পুনের কোলহাপুরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের টিম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পাঁচ সদস্যের সেই টিমে অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে ছিল সুপ্রসাদ। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করায় এলাকায় সুপ্রসাদের খ্যাতি ছড়িয়েছে। স্কুলে আসার পর তাঁর কাছ থেকে তাই যোগাসন শিখতে চাইছেন অনেকে। ছোট্ট সুপ্রসাদ স্কুলেই যোগাসন দেখাচ্ছেন সকলকে। সুপ্রসাদের এই সাফল্যে শুধু তাঁর বাবা–মাই খুশি নয়, গর্বিত এলাকার মানুষ ও। বর্তমানে রায়দীঘির দিঘীরপাড় করালি চক হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র এই সুপ্রসাদ মিস্ত্রি। অত্যন্ত গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এই সুপ্রসাদ। ২ ভাই বোনের মধ্যে বড় সুপ্রসাদ। তাঁর এই সাফল্য নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভাত কুমার মণ্ডল বলেন, 'স্কুলের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সুপ্রসাদ। ওর এই সাফল্য শুধু আমাদের বিদ্যালয়কে নয়, সুন্দরবনের মানুষকে গর্বিত করেছে। আমরা ওর আগামী জীবনের সাফল্য কামনা করি।' সুপ্রসাদ এবার দলগত বিভাগ ছেড়ে একক বিভাগে অংশ নিতে চায়। সে চায় আগামী দিনে দেশের হয়ে বিদেশের মাটিতে প্রতিনিধিত্ব করতে।

২দিনের ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে গেল জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : গ্রাম বাংলা থেকে খেলাধুলা হারিয়ে যেতে বসেছে। সুন্দরবনের প্রাচীন ও জনপ্রিয় একটি খেলা হল ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা। আর ২দিনের সেই খেলা হল জয়নগরে। জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের গড়দেওয়ানি অঞ্চলের বকুলতলা পশ্চিম পাড়ায়।

এদিন এই খেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ। এছাড়া ছিলেন গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রতিনিধি সালাউদ্দিন সেখ, মতিউর সেখ, জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সাবির গায়েন, ফুটিগোদা অঞ্চল তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ছুপান গাজি, জুলফিকার সরদার সহ অনেকে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ঘোড়া নিয়ে এই খেলায় অংশ নেন প্রতিযোগীরা। শনিবার এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : প্রত্যেক বছরের মত এ বছরেও রামকৃষ্ণ সারদামনি বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, এছাড়া আরো উপস্থিত হয়েছিলেন এমএমআইসি তথা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানিক দে, সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষিকারা। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন হয়।

বিশ্ব যোগাসনে পিয়ালীর সোনা খেতাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভাব অনটনকেই সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর বাসিন্দা খুদে যোগাসন খেলোয়াড় পিয়ালী দাস। মাত্র ৭ বছর বয়সে পিয়ালী জীবন প্রথমবাদ অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজ্যাক বিশাখাপত্তনমে ইউনিভার্সাল যোগাসন স্পোর্টস ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে গোল্ড পদকের খেতাব অর্জন করে। সদ্য ২৮ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে জুনিয়র ওয়াল্ড যোগাসনের আসর বসে। সেখানেই ৬–৭ বছর বয়সের ট্রাডিশনাল বিভাগে প্রথম স্থান দখল করে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নেয়। এই ছোট্ট খেলোয়াড়ের বাড়ি পূর্বস্থলীর সুরডাঙ্গা কালেখাতলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সে ধাতপুর প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। শুরুতেই সে জেলা ও রাজ্যস্তরে বহু খেতাব অর্জন করেছে। স্থানীয় ফিটনেস যোগা সেন্টারে প্রশিক্ষণ পিয়ালী সেনের কাছে হাতে খড়ি তার। তাছাড়া তাঁর বাবার কাছেও প্রথম থেকে অনুশীলন করত। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে কোনওবার খালি হাতে ফেরেনি। বাবা সুমন্ত দাস পাড়ায় পাড়ায় চানাচুর বিক্রি করেন। মা বিউটি দাস গৃহবধূ। তাঁরা দুই বোন বড় পিয়ালী ছোট প্রীতি যদিও তাঁর যাতায়াতের খরচ যোগান বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ীরা। ওই প্রতিযোগিতায় থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া,অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিদের পিছনে ফেলে সোনা জিতেছে। পিয়ালী বলেন, যোগাসনের মাধ্যমেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরিবারের পাশে থাকতে চাই।

ফুটবলের রণকৌশল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপের রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের মৃণাল নগর বিবেক ময়দানের মাঠে ২ দিনের ১৬ টিমের ফুটবল খেলা ঘিরে দর্শকের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদনমোহন হালদার সহ আরো অনেকে। মাঠে নাইজেরিয়ান বা বিদেশি ফুটবলারদের খেলার ক্রীড়া কৌশল ফাইনালে দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা ও সাংসদ বাপি হালদার খেলার শেষে দর্শকদের ধন্যবাদ জানান। এই খেলায় প্রথম পুরস্কার ছিল ৮০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল ৬৫ হাজার টাকা। রবিবার ফাইনালে তরুণ সংঘ এবং শম্ভু স্মৃতি সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হয়। খেলা গোল শূন্য শেষ হলে ট্রাই বেকারে নিষ্পত্তি হয়। শেষ হাসি হাসে শম্ভু স্মৃতি সংঘ।

নেতাজী জন্মদিনে ভলিবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি একদিনের ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় মুরারই ১নং ব্লকের কনকপুর হাই স্কুল মাঠে। খেলা শুরুর আগে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান খেলার আয়োজক সহ খেলায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগীরা।

মোট ১৪ টিম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। খেলা শুরু হয় দুপুর ১২টা থেকে। ফাইনাল খেলা হয় বিহার রাজ্যের ভাগলপুর বনাম বীরভূম জেলার মুরারইয়ের ডিফি ক্যালেকশন টিমের মধ্যে। বিজয়ী হয় ভাগলপুর টিম। দর্শক প্রচন্ড শীতকে উপেক্ষা করেও খেলা উপভোগ করে।

জঙ্গল কন্যাদের দাপট রাজ্যস্তরের ক্যারাটেতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুর মহকুমার ইলামবাজার ব্লকের মুর্গাবনি গ্রাম। জঙ্গলের মাঝে গড়ে ওঠা আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামের মানুষগুলো যেন হঠাৎ হাজার বছরের ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। তাদের চোখে এখন পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নপূরণের জন্য এগিয়ে এল চৌপাহাড়ি ইতুন আসড়া নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থার মাধ্যমে গ্রামের ছেলে মেয়েদের জন্য শুরু হয় ক্যারাটে প্রশিক্ষণ। ৩ বছরের মধ্যেই এই গ্রামের লক্ষ্মীমণি হাঁসদা, পিঙ্কি হাঁসদারা রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে গোল্ড এবং সিলভার পদক জয় করে ফিরে এল। ১৯ জানুয়ারি কালনায় অনুষ্ঠিত রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল মুর্গাবনি গ্রামের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার ৯জন ক্যারাটেকা যাদের মধ্যে পিঙ্কি হাঁসদা,লক্ষ্মীমণি হাঁসদা,সঙ্গীতা হেমব্রম, কিষাণ বাস্কি ও সূর্য মার্ডি কুমিতে (ফাইট) বিভাগে স্বর্ণপদক জিতে নেয়। সোমা হেমব্রম,মনিকা হাঁসদা ও স্বস্তিকা মার্ডি রৌপ্যপদক জয় করে ফিরেছে। এই জঙ্গল কন্যাদের প্রশিক্ষক কৌশভ সান্যাল বলেন, কালনায় আয়োজিত এই প্রতিযোগীতায় বোলপুর ও ইলামবাজার থেকে মোট ২২ জন ক্যারাটেকা এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছিল। যাদের মধ্যে অধিকাংশই আগামীদিনে জাতীয়স্তরের খেলায় যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইলামবাজারের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার ৯জন ক্যারাটেকার কারোরই আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। অনেকের ঠিকমতো খাবারটাও জোটে না। চৌপাহাড়ি ইতুন আসড়ার তরফ থেকে এদের ৬জনকে এই প্রতিযোগীতার খরচ তুলে দেওয়া হয়েছিল। বাকি ৩জন ও বোলপুরের আরো ৪জনের খেলার খরচ মার্শাল আর্টস এণ্ড স্পোর্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দেওয়া হয়েছিল। বোলপুরের কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন

মানুষরা এগিয়ে এসেছিল বলেই এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের আজ ক্যারাটের প্রতি আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। রূপা চৌধুরী সহ বোলপুর এলাকার কয়েকজন মানুষ যাঁরা নিঃশব্দে দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কাজ করে চলেছেন তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এদের জন্যই আজ ক্যারাটের জগতে সফলতা অর্জন করা ছেলে মেয়েদের পরিবার এবং গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড খুশি হয়েছে। আগামীদিনে এরা ছাড়াও ৮ বছরের ছোট্ট ক্যারাটেকা রাইমা পাল সহ ইন্দ্রনীল দেবনাথ, দেবদীপ্ত রায় সহ অনেকেই জাতীয় স্তরের খেলায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে। ক্যারাটের জগতে জঙ্গল কন্যাদের সফলতার বিষয়ে লক্ষ্মীমণি হাঁসদা, পিঙ্কি হাঁসদাদের বক্তব্য, আমরা আরো এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের জন্য যদি গ্রামের একটুও উন্নতি হয় সেটাই আমাদের কাছে অনেক বড় উপহার হবে। গ্রামবাসী শিক্ষক সুশীল সোরেন বলেন, চৌপাহাড়ি ইতুন আসড়ার পক্ষ থেকে আমরা ওদের অলচিকি ভাষা শেখাই। পাশাপাশি ক্যারাটের প্রশিক্ষনও দেওয়া হয়। এদের জন্য স্থানীয় ছেলেমেয়েদের অনেকের মধ্যেই এখন ক্যারাটের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে।

জয়নগর চক্রের স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : মঙ্গলবার জয়নগর চক্রের উদ্যোগে নিমপীঠ বিবেকানন্দ ময়দানে ৪০ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে। উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, জয়নগর ২নম্বর বিডিও মনোজিত বসু, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, উর্মিলা রায়, জয়নগর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক শান্তি গোপাল দাস সহ আরো অনেকে। এই চক্রের মোট ৮২ টি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেন। এদিনের এই প্রতিযোগিতা থেকে চ্যাম্পিয়ানরা আগামী ৩১ জানুয়ারি বারুইপুর মহকুমা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জয়নগর থানার ধোসা নবীনচাঁদ হাই স্কুলের মাঠে অংশ নেন। এবং আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাগরে থাকবেন তাঁরা।

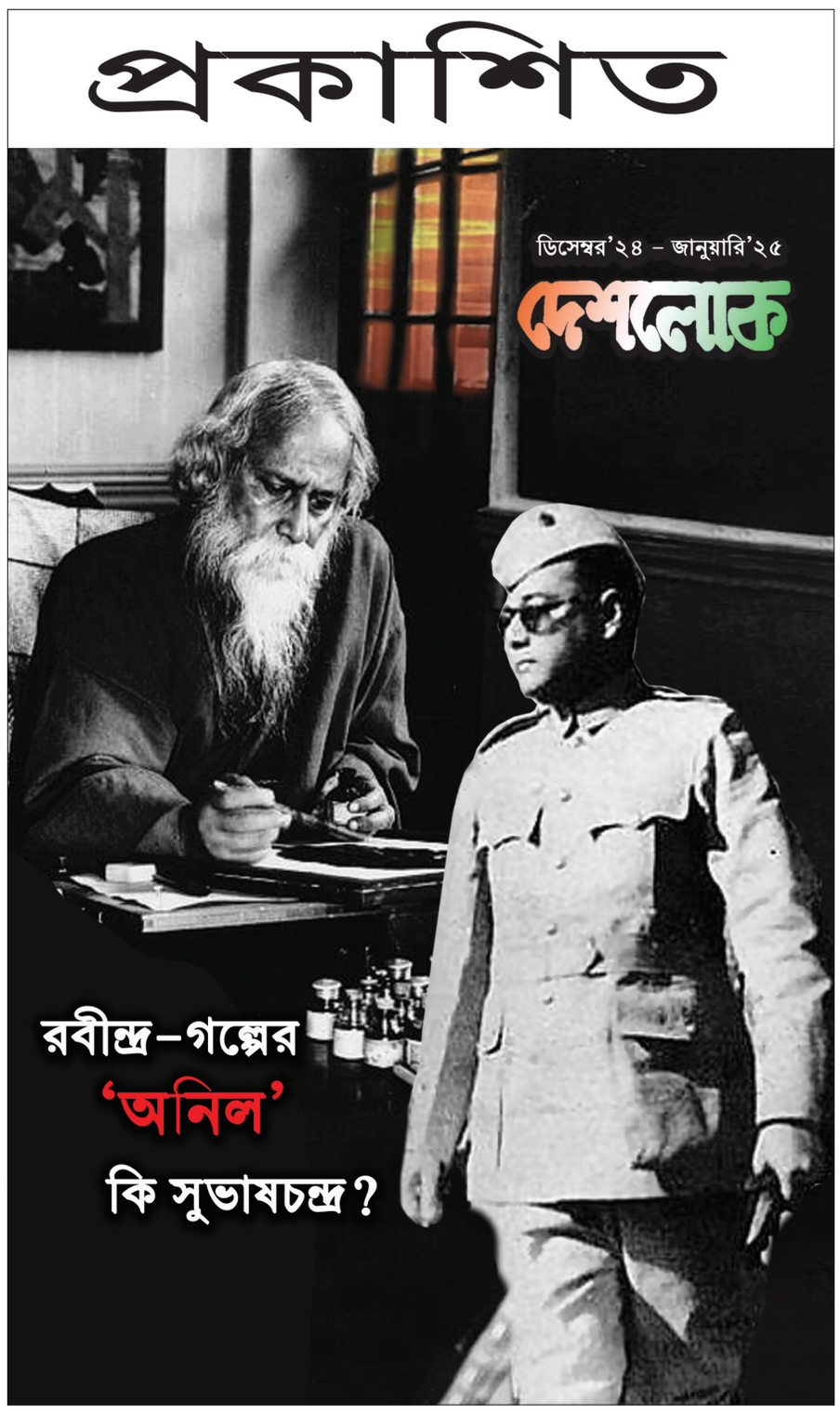

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com